চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 13 September, 2020 ■ আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২৭ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনায় রেকর্ড মৃত্যু রাজ্যে, একদিনে ১২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। করোনায় রাজ্যে রেকর্ড মৃত্যু। একদিনে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাতে রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯৪। শুক্রবার সরকারী তথ্যে দেখা গিয়েছে এদিন ৬১৯ জন নতুন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এদিন ৪১৫২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে ৬১৯ জনের কোভিড ১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তাতে বিভিন্ন মহল থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে,শুক্রবার এক দফা পরিদর্শনের পর ফের একবার শনিবার জিবির কোভিড কেয়ার সেন্টার সহ ফ্লু ক্লিনিক, মেডিসিন ওয়ার্ড পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রতিনিধি দল। প্রথমে তারা ভিজিট করেন জিবির কোভিড কেয়ার সেন্টারটিতে। সেখানে প্রবেশ করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন কোভিড কেয়ারের বর্তমান ব্যবস্থা। ই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কোভিড কেয়ারের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকরা ও ছিলেন। কি রকম হওয়া উচিত কোভিড হাসপাতালের পরিষেবা, পাশাপাশি যেগুলো রয়েছে তার মধ্যে আরো কি কি প্রয়োজনের তাগিদে সংযুক্ত করার দরকার রয়েছে, এই বিষয়ে ও আলোচনা করে নিজেদের অভিমত দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এখানেই শেষ নয়, এই প্রতিনিধি দলটি পরবর্তীতে যান জিবির মেডিসিন ওয়ার্ডে। সেখানের গোটা চিত্রটা ও দেখেন তারা।

জিবির অক্সিজেন কান্ডে গভীর ষড়যন্ত্র তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ঃ প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। জিবি হাসপাতালে অক্সিজেন কন্ডে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। শনিবার তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে শুক্রবার রাতে জিবি হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হওয়া এবং বিধায়ক সুদীপ বর্মন ও এক ইঞ্জিনীয়ারের প্রবেশকে ঘিরে সমালোচনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি এই ঘটনার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন।

জিবিতে অক্সিজেন নেই বলে প্রচার প্রসঙ্গে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন কেউ ভেতরে ঢুকে যে কোন একটি জায়গা থেকে এই ছবি তুলেছে। জিবি কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের জন্য লোক নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। একজন টি সি এস অফিসার দায়িত্বে আছেন। অথচ এই বিষয়ে কেউ কিছু জানেনা। কিন্তু শুক্রবার রাতে প্রায় ১২ টা ৪৬ মিনিটে সেই অক্সিজেন লেভেল জিরো কি করে হয় এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাও একটি ফ্লোরে এই ঘটনা ঘটেছে। এন টি এইচ বিল্ডিং এর তৃতীয় তলায় এটা হয়েছে।

এই বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কাউকে কিছু না জানিয়ে একজন চিকিৎসক একজনকে ফোন করল , আর সেই সময় মত প্রস্তুত থাকল গাড়ি ও চালক। তারা জিবিতে আসেন এবং বিনা অনুমতিতে জিবির লিভার অন — অফ করেছেন এটা জানা প্রয়োজন। এই অন্তর্ঘাত নিয়ে এম এস কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একটি কমিটি তৈরি করার জন্য। এই নিয়ে আভ্যন্তরীণ তদন্ত হবে। একই সঙ্গে সরকারের কাছে আবেদন জানান এই অন্তর্ঘাতের সুষ্ঠ তদন্ত করার জন্য। একই সঙ্গে অক্সিজেনের স্থানে সিসিটিভি ও টি এস আর মোতায়েনের বিষয়ে কথা হচ্ছে বলে জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

তিনি আরো চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেন রাতে তারা আসার আগে সেই স্থানে যারা দায়িত্বে ছিলেন তাদের ডেকে ১৫ মিনিটের জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়। এটা সম্পূর্ণ অন্তর্ঘাত। মৃত্যু মিছিল তৈরিতে তারা জিবিতে এসেছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। ব্যক্তিগত ভাবে কারুর পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু মানুষের জীবন নিয়ে যারা খেলছেন তাদের সতর্ক করে দেন। রাজ্যের মানুষ তাদের যোগ্য জবাব দেবে বলে জানান তিনি। তবে এটা অপ্রত্যাশিত নয়।

এই অতিমারিতে সহযোগিতা না করে যারা অন্তর্ঘাত করছে তাদের মুখোশ প্রকাশ্যে আসবে বলে জানান তিনি। কেউ ট্যাকনিশিয়ান হিসাবে জিবিতে চাকুরী পায়নি। এটা বামেদের আমলে হয়েছে। এই ব্যক্তি চাকুরী পায়নি বলে তাঁর খেসারত সমগ্র রাজ্যের মানুষ দেবে এটা কাম্য নয়। সরকারকে বদনাম করতে এবং জিবির পরিষেবাকে নষ্ট করে তাদের মানসিকতায় চিড় ধরাতে এই চক্রান্ত করছে একটা অংশ। লিভার নামিয়ে অন্তর্ঘাত করা হয়েছে বলে চাঞ্চল্য কর অভিযোগ করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এই ক্ষেত্রে মানুষকে বিভ্রান্ত না হয়ে পরিষেবা নিতে আসার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

রাজ্য সরকার, প্রশাসন, স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসকরা এক জোট হয়ে এই কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। তবে যে কোন মৃত্যু বেদনা দায়ক। রাজ্যে ৩৬৪ জন স্বাস্থ্য কর্মী এই সময়ে কোভিড আক্রান্ত হয়েছে। জার মধ্যে ১৩৯ জন এক্টিভ কেইস রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই চিকিৎসাধীন। প্রত্যেকেই তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎপৃষ্টে পুলিশকর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। ঊনকোটি জেলা শহরের ফুলবাড়ী কান্দি গ্রামে বিদ্যুৎপৃষ্টে পুলিশকর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে মৃত পুলিশকর্মীর নাম তইয়ব আলী।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় তৈয়ব আলীর বাড়ির পাশ দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন গিয়েছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন তার বাড়ির টিনের ঘরের চালে স্পষ্ট হয়। সেই বিদ্যুৎ লাইনের স্পৃষ্ট হয়ে তইয়ব আলী নামে এক পুলিশ করবেন মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট পুলিশকর্মী তৈয়ব আলীকে তার পরিবারের লোকজনরা কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পুলিসকর্মীর মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে

জানা গেছে পুলিশ কর্মী তইয়ব আলী কৈলাশহর থানাতেই কর্মরত ছিল। তার মৃত্যুর সংবাদে কৈলাশহর থানায় কর্মরত সহকর্মীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। বিদ্যুৎ নিগমের কারণেই এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলেও জানা গেছে। কৈলাশহর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার ফুচকাওয়ালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। এক নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে ফুচকাওয়ালাকে গ্রেপ্তার কোরলো খোয়াই থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ১২ বছরের এক নাবালিকাকে ফুচকা খাওয়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ফুচকা ওয়ালা। ঘটনাটি ধর্ষিতা নাবালিকা তার মাকে জানায়।পরিবারের তরফ থেকে বিষয়টি স্থানীয় জনগণকে জানানো হয়।পুনরায় পরের দিন ওই ফুচকাওয়ালা এলাকায় আসলে তাকে পাকড়াও করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে খোয়াইয়ের লাল ছড়ার ঘোষপাড়া এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।ধর্ষণকারীর ফুচকা ওয়ালা বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এদিকে নাবালিকা মেয়েটির ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়েছে।

কিল্লায় এক ব্যক্তিকে ঘুমের মধ্যে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ সেপ্টেম্বর।। নির্জনতার সুযোগ নিয়ে গভীর রাতে বাড়িতে প্রবেশ করে জনজাতি মাঝ বয়সীকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করল গোমতী জেলার কিল্লা ব্লকের হাবুকমা এলাকায়। ঘটনার জেরে ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় উদয়পুর মহাকুমার কিল্লা থানাধীন হাবুকমা এলাকার রনমোহন জমাতিয়া (৫০) নামে এক মাঝ বয়সীকে গভীর রাতে কে বা কাহারা নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করেন। রাতভর তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় বসত ঘরেই পরে থাকেন ঘরে পরে কাতরালেও কেউ টের পায়নি। সকালে ঘুম থেকে না উঠায় পার্শবর্তী লোকজন এসে অনেক ডাকাডাকি করেও ওনার কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ঘরে উঁকি মেরে দেখেন নিজ বসতঘরেই রক্তাক্ত অবস্থায় পরে আছেন।

সঙ্গে সঙ্গেই এলাকাবাসী চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে অন্যান্য অনেকেই ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় কিল্লা থানায়। এলাকাবাসী এবং কিল্লা পুলিশের প্রচেষ্টায় রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কিল্লা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় সাথে সাথে রেফার করা হয় টেপানিয়া গোমতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খেজুরবাগানে রাস্তা নিয়ে বিবাদের জেরে ছুরিকাহত এক ব্যক্তি, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। রাস্তা নিয়ে বিবাদের জেরে ছুরিকাঘাত এক ব্যক্তি। ঘটনা শনিবার রাজধানীর খেজুরবাগান ব্রাহ্মন পারা এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম উদয় কিশোর দেববর্মা। অভিযুক্তের নাম চিত্ত দেবনাথ। পেশায় গাড়ি চালক। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে যায় এন সি সি থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বাড়িতে গেলে জানতে পারে সে পলাতক। এই ঘটনায় এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন।

তাদের অভিযোগ প্রায়শই অভিযুক্ত চিত্ত দেবনাথ এলাকার মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এমনকি হুমকি ও গায়ে হাত তোলার মত কান্ড ঘটায়। এরই মধ্যে এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দা উদয় কিশোর দেববর্মাকে ছুরিকাঘাত করে পালায়। আহত ব্যক্তির ডান হাতে ছুরির আঘাত লাগে। ঘটনা স্থলে পাওয়া যায় ছুরি। এই ঘটনায় মামলা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় সূত্রে বিয়ে নির্যাতিতা গৃহবধূ দ্বারস্থ হল পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় সূত্রে বিয়ে করে চরম অশান্তির শিকার হচ্ছে এক গৃহবধূ। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত স্বামী তনময় মজুমদারের বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নির্যাতিতা গৃহবধূ জানিয়েছে তার বাপের বাড়ি কলকাতায়। সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় সূত্রে তার সঙ্গে বিয়ে হয়।

বিয়ের পর কিছুদিন সুখ-শান্তিতে কার ছিল। কিন্তু সেই সুখ শান্তি স্থায়ী হয়নি। ভালোবেসে বিয়ে করে চরম অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। গৃহবধূকে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত দিচ্ছে না। স্বামী তনময় মজুমদার আকন্ঠ মদ্যপান করে বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ।নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত গৃহবধু তার স্বামী তনময় মজুমদারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কর্মীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা দলের শৃঙ্খলা মেনে কাজ করার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। শনিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে বিজেপি সদর জেলা শহরাঞ্চল কমিটির কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপির কোর কমিটির সদস্য তথা মন্ত্রী রতন লাল নাথ, প্রদেশ বিজেপির সহসভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, বিজেপি সদর জেলা শহরাঞ্চল কমিটির সভাপতি ডঃ অলক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এইদিনের বৈঠকে সদর জেলা শহরাঞ্চল কমিটির সদস্য সদস্যাদের পাশাপাশি জেলার অধিন বিভিন্ন মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি সহ জেলার বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। এইদিনের বৈঠকে মূলত সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কার্যকরতাদের দলের শৃঙ্খলা মেনে কাজ করার বার্তা দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমান সরকারের আড়াই বছর হয়েছে। তার আগেও সকলে বিজেপি দলের কার্যকরতা ছিল। তার মূল্যায়ন নিজেদের কাছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রীসহ মহিলা ও পুরুষ আটক আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। রাজধানীর আই জি এম চৌমুহনী এলাকায় প্রায়শই নেশা কারবারীদের মধ্যে ঝামেলা লেগেই রয়েছে। ঘটছে রক্তারক্তি। বেশ কয়েক দফায় নেশা কারবারীদের আটক করলেও এই স্থানে গড়ে ওঠা অবৈধ নেশার ঠেক ভাংতে এক প্রকার হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ।

সকাল থেকে রাত আই জি এম হাসপাতালে প্রবেশের ঠিক বিপরীত দিকে অফিস লেনের রাস্তার পাশে জমছে নেশার বাজার। সাইকেল, বাইক , রিক্সা সহ নতুন নতুন কৌশলে এই সমস্ত নেশা সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে দারুন ভাবে। অথচ দিনের পর দিন চলে আশা এই ঠেক থেকে ঘটছে ঝামেলা। সেই ঝামেলা গড়াচ্ছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পোকার আক্রমণে কদমতলায় আড়াইশ কানি জমির ধান নষ্ট, মাথায় হাত চাষীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর।। বিরল প্রজাতির পোকার সন্ত্রাসে নষ্ট প্রায় দুইশো থেকে আড়াইশো খানি কৃষি ক্ষেত। আউশ ধান মোটামুটি ঘরে তুলতে পারলেও আমনের ধান গাছ খেয়ে চুরমার করে দিচ্ছে বিরল প্রজাতির পোকার দল। স্থানীয় কৃষি দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ কৃষকদের।৫০-৬০ জন কৃষকদের মাথায় হাত। ঘটনা উত্তরের কদমতলা ব্লকাধীন বরগোল গ্রাম পঞ্চায়েতে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলা কদমতলা ব্লকাধীন বরগোল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ মানুষই কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে ধান ফসল উৎপাদন করে সারা বছর সংসার প্রতিপালন করে থাকেন। তার মধ্যে অন্যতম বরগোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডটি। এই ওয়ার্ডে প্রায় দুইশো থেকে আড়াইশো খানি কৃষি জমি রয়েছে। স্থানীয় ৫০-৬০ জন কৃষক এই কৃষি জমিতে আউশ ধান ও আমন ধানের ফসল উৎপাদন করে থাকেন। সেই ফসল জমি থেকে ঘরে তুলে সারা বছর তা দিয়ে সংসার পালন করে আসছেন দীর্ঘ যুগ যুগ থেকে। ওই গ্রামের পুরুষ-মহিলা সকলেই কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল।

প্রতিবছরের মত এবছরের কৃষি মৌসুমে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে এখানকার স্থানীয় কৃষকরা আউশ ধানের চারা রোপণ করেন। কিন্তু আষাঢ় মাস প্রবেশ করার সাথে সাথে কোথা থেকে একধরনের বিরল প্রজাতির মাছি অদৃশ্য ছোট ছোট কালো রঙের পোকা সমস্ত কৃষিজমিতে চলে আসে। ধানের চারা গাছের উপর বিরল প্রজাতির পোকাটি বসার ৪৮ ঘণ্টার ভেতরের মধ্যে চারা গাছটির রস খেয়ে সাদা করে গাছ মেরে ফেলছে।এমন অবস্থা দেখে স্থানীয় কৃষকরা কদমতলা কৃষি মহাকুমা আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করলে কৃষকদের সমস্যার কোনো সুরাহা করেননি বলে কৃষকদের অভিযোগ। তারপর কৃষকরা আউশ ধানের ফসল কিছুটা ঘরে তুলতে পারলেও আমন ধানের চারা রোপনের সাথে সাথে সমস্ত ধানের চারা গাছ পোকার দল খেয়ে নিচ্ছে।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, আউশ ধানের চারা রোপণের পর এই বিরল প্রজাতির পোকা ধানের চারা গাছের উপর বসে সকল চারাগাছ খেয়ে নিলেও অল্প কিছু ফসল ঘরে তুলতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩২৯ ◘ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ◘ ২৭ ভাদ্র ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

গণতন্ত্রের নিয়তি

কোভিড-১৯ ভারতের অর্থনীতিকে ধরাশায়ী করিয়াছে, অতঃপর গণতন্ত্রের হাড়ে কাঁপুনি ধরাইল। ভারতের সংসদের বাদল অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময় (কোয়েশ্চন আওয়ার) বাতিল হইল। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব খারিজ হইতে পারে। আইনসভা যদি গণতন্ত্রের হৃদয় হয়, তবে মৌখিক প্রশ্নোত্তর পর্বটি তাহার প্রাণভ্রমর। এই সময়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সরকারের যে-কোনও সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রশ্ন তুলিতে পারেন। তাহার উত্তর দিতে হইবে সরকারকে। আইনসভার বিধিনিয়ম এই প্রশ্নোত্তর পর্বকে স্বতঃস্ফূর্ত হইবার অবকাশ দিয়াছে, তাই দৈনন্দিন কার্যসূচির মধ্যে এই অংশটি সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত। সরকার জনগণের নিকট জবাবদিহি করিতে দায়বদ্ধ, এই সত্যটি বেলা বারোটায় (জিরো আওয়ার) প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া জাতির সম্মুখে আসে। ইতিহাসের সাক্ষ্য ইহাই যে, এক ঘণ্টার প্রশ্নোত্তর পর্বের সুযোগে বিরোধীরা এমন বহু বিষয় সরকারের সম্মুখে আনিয়াছেন, যাহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের ঘটনা বাহির হইয়াছে, পদস্থ ব্যক্তিরা খারিজ হইয়াছেন। সর্বোপরি, যে সঙ্কটগুলি অত্যন্ত তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে, যে সকল অন্যায়-অবিচার জনজীবনকে পর্যুদস্ত করিতেছে, সেগুলির দ্রুত নিরসনে সরকারকে বাধ্য করিবার এটি একটি পথ। বিরোধী তথা জনগণের হাতে গণতন্ত্র যে কয়েকটি অস্ত্র দিয়াছে, তাহার অন্যতম আইনসভার প্রশ্নোত্তর পর্ব। ঘণ্টাখানেকের প্রশ্নোত্তর পর্বটি ব্রিটিশ সংসদীয় প্রথার উত্তরাধিকার। আজ ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ন্যায় ঔপনিবেশিক আইন বহাল রহিয়াছে, কিন্তু আইনসভায় প্রশ্নোত্তরের রীতিটি খারিজ হইতেছে, তাহা এই দেশে গণতন্ত্রের অবস্থার একটি সূচক। কোভিড অতিমারিকে বিরোধীর কণ্ঠরোধের সুযোগ করিয়া তুলিয়াছেন ক্ষমতাসীন নেতারা। লকডাউনে সকল আন্দোলন নিষিদ্ধ হইয়াছে, সকল আলোচনা ও বিতর্ক মুলতুবি হইয়াছে। অথচ নীতি-বিষয়ক সিদ্ধান্তগ্রহণ অব্যাহত। খনি ও খনিজ দ্রব্য সংক্রান্ত আইনের (১৯৫৭) গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাবে জনমত জানাইবার সময়সীমা মোদী সরকার দিয়াছিল মাত্র দশ দিন। পরিবেশের উপর শিল্পনির্মাণের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন, যাহা বিপুলসংখ্যক প্রান্তিক মানুষের জীবন-জীবিকাকে প্রভাবিত করিবে (এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অ্যাক্ট, ২০২০), তাহাও মাসখানেকে সারিতে চাহিয়াছিল কেন্দ্র। আদালতের দ্বারস্থ হইয়া সময় বাড়াইতে হইয়াছে। এমন উদাহরণের অভাব নাই। বিরোধীর সহিত বিতর্ক, অথবা জনগণের উদ্বেগ-আশঙ্কা লইয়া আইনসভায় আলোচনার কোনও মূল্য রহিয়াছে, কেন্দ্র বা রাজ্যের ক্ষমতাসীন নেতারা কখনও এমন ইঙ্গিত দেন নাই। সন্দেহ হয়, তাঁহাদের নিকট গণতন্ত্রের মাপ ২৪-২৪-৩০ ইঞ্চি। অর্থাৎ, ইভিএম-এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সমান। প্রশ্ন তাহাতে আঁটিতে চায় না। বিশেষত লকডাউন-জনিত বিবিধ বিপর্যয়ে জনমানসে যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, সেই বিষয়ে সংসদ বা বিধানসভায় বিরোধীদের প্রশ্নের অভিঘাত সামান্য হইবে না। তাহার পাট তুলিয়া দেওয়াই নিরাপদ মনে হইতেছে ক্ষমতাসীন নেতাদের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবশ্য নিজেকে ‘প্রশ্নাতীত’ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা বহু পূর্বেই শুরু করিয়াছেন। সাংবাদিকের প্রশ্ন তিনি গ্রহণ করেন না। তাঁহার বক্তব্য দেশবাসী জানিতে পারেন জনসভার বক্তৃতায়, নহিলে ‘মন কি বাত’ বেতার অনুষ্ঠানে। তাঁহার সাম্প্রতিক বেতার-ভাষণগুলি শুনিয়া একটিই কথা মনে আসে, তাহা ‘মুখর নীরবতা’। অনর্গল কথা বলিতেছেন মোদী, কিন্তু অর্থনীতির পতন, কর্মহীনতা, স্বাস্থ্য, বুনিয়াদি শিক্ষার বিপর্যয়ের মতো জরুরি বিষয়ে তিনি নীরব। অসার বক্তব্যের বর্ষণ, জরুরি উত্তরের খরা, ইহাই কি ভারতে গণতন্ত্রের নিয়তি?

তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে ফের উত্তেজনা বাসন্তীতে, এলাকায় পুলিশ পিকেট

বাসন্তী, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পানিখালি বাজারে। শুক্রবার রাত থেকেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। দফায় দফায় দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় মোট চারজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

যুব তৃণমূলের অভিযোগ শুক্রবার রাতে দুই যুব তৃণমূল কর্মীকে মারধর করেন ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান ইনচার্জ শঙ্কর সর্দার ও তার অনুগামীরা। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শঙ্কর। পাল্টা তিনি অভিযোগ করেন শনিবার সকালে পানিখালি বাজারে তৃণমূল কর্মীরা গেলে সেখানে তাদের উপর হামলা চালায় যুব তৃণমূল নেতা নাসির খান ও তাঁর অনুগামীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহলদারি চলছে। যুব তৃণমূল এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। যুব তৃণমূল নেতা ইউসুফ আনসারী খুনের ঘটনায় জেল খাটছে, তার অবর্তমানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলে শঙ্করকে প্রধান করা হয়েছে বলে তাদের উপর যুব তৃণমূল হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। পাল্টা যুব তৃণমূলের অভিযোগ, এলাকায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতা পেয়েই যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলার পরিকল্পনা করেছে শঙ্কর ও তাঁর অনুগামীরা। এলাকার মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ও রয়েছে শঙ্করের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা শুরু হয়। দু পক্ষই এ বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট।

তিন দিন রাস্তায় ঘুরলেন করোনা আক্রান্ত

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর(হি. স.): তিনদিন ধরে শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন করোনা আক্রান্ত এক ব্যক্তি। অবশেষে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু সহায়তায় হাসপাতালে ভর্তি করা হল ওই ব্যক্তিকে।

সূত্রের খবর, করোনাণা আক্রান্ত হয়েছিলেন মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি। বেশ কিছুদিন আগে শারীরিক অবস্থার সামান্য খারাপ হওয়ার করোনার নমুনা পরীক্ষা করেন তিনি। সেই রিপোর্ট পজেটিভ আসে।তবে পরিবারের মধ্যে যাতে এই মারন ভাইরাস ছড়িয়ে না পড়ে সেই কারণে বিগত তিনদিন ধরে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। দিনের বেলা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন এবং রাতের বেলা থাকতেন কোন নির্মীয়মান বাড়িতে। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই তড়িঘড়ি সুজিত বসু সহায়তায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে।

করোনা আক্রান্ত এই ব্যক্তি সল্টলেকে একটি শপিং মলের গাড়ি পার্কিংয়ের কাজ করতেন। তার দেহে করোনা সংক্রমনের হদিশ মেলার খবর পেতেই বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দেন তিনি। দিন দিন শরীর আরও খারাপ হতে বাড়িতে নিজের ভাইকে ফোন করে গোটা ঘটনা জানান ওই আক্রান্ত। এরপরে দাদার এই আক্রান্তের কথা বাড়িতে জানান তার ভাই। যোগাযোগ করা হয় সুজিত বসুর সঙ্গে। এর পরেই ব্যক্তি কোথায় আছে জেনে নিয়ে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে ভর্তি করা হয় আপাতত আইসোলেশন ভর্তি রয়েছেন তিনি।

আসুন আলাপ করি অনামী হিন্দি সেবীদের সঙ্গে

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সব সময় হিন্দির বিরুদ্ধে কোন না কোন অজুহাত বার করে বিরোধিতা করাটা ডিএমকে সাংসদ কানি মোঝি করুণানিধির অভ্যাস। তবে সাধারণ এবং বিশেষ তামিল সহ সমস্ত দক্ষিণ ভারতীয় মানুষ মন এবং হৃদয় থেকে হিন্দি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তারা মনে করেন যে হিন্দি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করলে আখেরে লাভবান তারাই হবে। সত্যটি হ’’ল তারা হিন্দিভাষী না হয়েও হিন্দির প্রতি দুর্দান্ত সেবা করে চলেছে। হিন্দি ভাষাকে সেবা করার জন্য পুরস্কৃত পাওয়ার কোনো ইচ্ছা তাদের নেই।

এক্ষেত্রে শিব নাদারের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তামিলভাষী এইচসিএল টেকনোলজির চেয়ারম্যান শিব নাদার বলেছেন যে হিন্দি জানা শিক্ষার্থীরা তাদের ক্যারিয়ার উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে লাভবান হয়। কিছুদিন আগে তিনি তার নিজের পুরানো সেন্ট জোসেফ স্কুলে একটি অনুষ্ঠানে এই কথা বলেছিলেন। তাকে ভারতের অন্যতম সফল উদ্যোগপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ পেশাদার তার সংস্থায় কাজ করেন। তার হিন্দি স্বপক্ষে সওয়াল করাটা কোনও স্বাভাবিক বিষয় নয়।

এটাও জেনে রাখাটা জরুরী যে কয়েক লক্ষ তামিল ভাষী দিল্লি এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বাস করে থাকে। কর্মসংস্থানের সন্ধানে তারা রাজধানী ও দেশের অন্যান্য স্থানে বসতি স্থাপন করেছে। তারা রাজধানী দিল্লিতে তামিল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন নামে স্কুলও চালু করেছিলেন। স্কুলে হিন্দি শিক্ষকরাও প্রায় একশো শতাংশ তামিল-ভাষী। তাদের বেশিরভাগই চেন্নাইয়ের দক্ষিণ ভারত হিন্দি প্রচার সমিতির মাধ্যমে হিন্দিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে হিন্দি শিক্ষক হন। এইভাবে, তারা হিন্দির সংস্পর্শে ক্রমাগত আসতে থাকেন। কিছু সময় আগে আমি রাজধানীতে একটি তামিলভাষী হিন্দী অধ্যাপিকা সাথে দেখা করার সুযোগ পাই। তিনি নিরলসভাবে তুলসী, কবির নিরালা, প্রেমচাঁদ, জয়শঙ্কর প্রসাদ সম্পর্কে তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলেছিলেন। তিনি হিন্দি জানতে পেরেছিলেন কারণ তিনি চেন্নাইয়ে দক্ষিণ ভারত হিন্দি প্রচার সমিতি দ্বারা পরিচালিত হিন্দি ক্লাসের অংশ নিতেন।

সত্যটি হ’’ল দক্ষিণ ভারতে হিন্দি প্রচার সভা হিন্দি প্রচারে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখানকার অধ্যাপকরা হিন্দি প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান রেখে চলেছেন। এখন কে ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝিকে বোঝাবে যে প্রতি বছর চেন্নাইয়ে হিন্দি প্রচার সভা হাজার হাজার হিন্দি প্রেমীদের হিন্দি রচনা এবং পাঠ করতে শেখায়। এর সাথে যুক্ত শুধুমাত্র তামিল বংশোদ্ভূত অধ্যাপকরাই হলেন প্রকৃত হিন্দিসেবি। ’’হিন্দি প্রচার আন্দোলন’’-এর ভিত্তি ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে স্থাপন করা হয়েছিল এবং একই বছর প্রতিষ্ঠিত হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন মাদ্রাজ কার্যালয় পরে দক্ষিণ ভারত হিন্দি প্রচার সভাতে পরিণত হয়। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটটি দক্ষিণের চারটি রাজ্যেই স্বনামধন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান করেছে এবং দক্ষিণ ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকেরা এই ইনস্টিটিউট থেকে বেশিরভাগ দক্ষিণ রাজ্যে বা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দিতে দক্ষতা অর্জন করে হিন্দি পরিবেশন করছে।

অতীতে আমি ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে গিয়েছিলাম।হিন্দি সাহিত্যের সাথে সম্পর্কিত একটি অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।হিন্দি প্রেমিকরা, বিশেষত সেখানে উপস্থিত শিক্ষকরা প্রায় তামিল বা মালায়ালাম ছিলেন। বিদেশে কর্মরত হিন্দি শিক্ষকরা বেশিরভাগই দক্ষিণ ভারতীয়। এর পিছনে একটি মূল কারণ রয়েছে, হিন্দি ছাড়াও, তাদের ইংরেজি ভাষা সম্পর্কেও ভাল জ্ঞান রয়েছে, যা ইংরেজি মাধ্যমে হিন্দি শেখানোর জন্য প্রয়োজনীয়।

কানিমোজি নিশ্চয়ই জানেন যে তাঁর তামিলনাড়ু রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতাও একটি হিন্দি ছবিতে কাজ করেছিলেন। সেই ছবির নাম ছিল ’’ইজ্জত’’। সেই ছবিতে তিনি ধর্মেন্দ্রের নায়িকা হয়েছিলেন। একই ভাবে, হিন্দি চলচ্চিত্রের দর্শক তামিল বংশোদ্ভূত বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা-পরিচালক মণি রত্নমের সাথে ভালভাবেই পরিচিত। তিনি তামিল ও হিন্দি উভয় ভাষায়ই খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা। মণি রত্নম এমন একজন পরিচালক যার চলচ্চিত্রের শিল্পীরা চলচ্চিত্রে কাজ করে নিজেকে ভাগ্যবান মনে

করেন। তিনি ’’রোজা’’ (১৯৯২), ’’বোম্বাই’’ (১৯৯৫), ’’দিল সে’’ (১৯৯৮) এর মতো চলচ্চিত্র দিয়েছেন যা পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদের ভিত্তিতে ছিল। এমন মানুষও আছেন যারা ভারতের সমস্ত অঞ্চলে সিনেমা পছন্দ করেন। কমলা হাসান ও রজনীকান্তের মতো তামিল সিনেমার কিংবদন্তি পুরুষরাও বহু হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছেন। বৈজয়ন্তী মালা, হেমা মালিনী এবং রেখাও মূলত তামিল।

বিশ্বাস করুন যে হিন্দি দিবস প্রতিবছর উদযাপন নিয়ে হাজার হাজার দক্ষিণ ভারতীয়ও উচ্ছ্বসিত। হিন্দি দিবস কবে আসবে তা নিয়ে তারা মুখিয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন তামিল বংশোদ্ভূত হিন্দি কবি ভাস্কর রামমূর্তি। তিনি দিল্লি-মুম্বাইয়ের কর্পোরেট জগতে রয়েছেন। ভাস্কর রামমূর্তি বলেছিলেন যে তিনি ষাটের দশকে রাজধানীর একটি তামিল স্কুলে ছিলেন। একই সময়ে তামিলনাড়ুতে হিন্দিবিরোধী আন্দোলন চলছিল। তবে তামিল শিশুরা তাদের স্কুলে সুখে হিন্দি নিয়ে পড়াশোনা করছিল। সেই ধারাবাহিকতা এখনও চলছে। দিল্লির প্রথম তামিল তামিলদের হিন্দি শিখিয়েছিলেন তিরুনেগাডম নামে মাস্টারজি। এই গুরুজির ক্লাসে নিয়মিত করার জন্য হাজার হাজার তামিল পড়ুয়া দিল্লির তামিল স্কুলে হিন্দি শিখেছিল। এই জাতীয় হিন্দি সেবি দের কেন কখনও সম্মান বা পুরষ্কার দেওয়া হয় না? হিন্দি প্রেমীদের বিদেশী হিন্দি সেবি দের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এখানে ব্রিটেনের অধ্যাপক ড রোনাল্ড স্টারটমেকগ্রিগারের কথা উল্লেখ করা উচিত।

অধ্যাপক রোনাল্ড ১৯৬৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি পড়ান। তিনি হিন্দি সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় ভাষাবিদ, ব্যাকরণ পণ্ডিত, অনুবাদক এবং ইতিহাসবিদ ছিলেন।

দেখুন, হিন্দিটির সঠিক বিকাশ কেবল তখনই ঘটবে যখন যারা ভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর মানুষরাও এটি নিয়ে পড়বে এবং পড়াবে। এখন অধ্যাপক ম্যাক্রগ্রেগর ধরা যাক। তিনি মূলত ব্রিটিশ নাগরিক। তিনি আচার্য রামচন্দ্র শুক্লা নিয়ে গুরুতর গবেষণা করেছেন। তিনি হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে দুটি খণ্ড রচনা করেছিলেন। চিনের অধ্যাপক চিয়াং চিংকওয়ে এখানে উল্লেখ করা দরকার। চিয়াং চিংখওয়াই চীনে হিন্দি প্রচারে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি পড়ান। আসলে হিন্দির বিরোধিতার পিছনে হ’’ল দুর্নীতিবাচক আঞ্চলিকতার রাজনীতি। তামিলনাড়ুর লোকেরাও বুঝতে পেরেছে যে হিন্দি না জানলে তারা পুরো ভারত পর্যায়ে কোনও ভাল কাজের জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারবে না। তাই, এখন তামিল বা দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের যুবকরা শখ করে হিন্দি শেখে। সত্যটি হ’’ল ষাটের দশকের তুলনায় এখন দক্ষিণ রাজ্যগুলিতে হিন্দি বিরোধিতা শেষ হয়েছে। এখন হিন্দি বিরোধিতা করা কেবল রাজনৈতিক রাজনীতির বিষয়।

যে তামিলনাড়ুতে হিন্দি বিরোধিতার অভিযোগ করা হচ্ছে, সেখানে আয়ুষ্মান খুরানা, রণবীর সিং, আমির খান ও সলমন খানের ছবি প্রচুর দেখা হচ্ছে। এখান থেকে আপনার কাছে প্রকৃত সত্যটি সামনে আসবে।

যারা হিন্দি বিরোধীতা করছে তাদের মনে করা উচিত দেশের কারও উপর কোনও ভাষা চাপানো হচ্ছে না। সমস্ত ভারতীয় একে অপরের মাতৃ ভাষাকে সম্মান করছে। তাহলে হিন্দি বিরোধিতা কেন? কেন কিছু রাজ্যে হিন্দি ভাষীদের হত্যা করা হয়? হিন্দিও এই পৃথিবীর ভাষা। ভারতের কোটি কোটি মানুষ এটিকে তাদের মাতৃভাষা হিসাবে বিবেচনা করে। সুতরাং বিনা কারণে হিন্দিকে অসম্মান করা ভুল।

আজ হিন্দি দিবসে, প্রত্যেক হিন্দি-ভাষী ব্যক্তিরও এই প্রতিশ্রুতি নেওয়া উচিত যে তাকে অ-হিন্দিভাষী অঞ্চলের ভাষাও শিখতে হবে। এটি দেশকে আরও শক্তিশালী করবে। সর্বোপরি সংস্কৃত ভারতের সকল ভাষার জনক।তাহলে একে অপরকে কীভাবে বিরোধিতা করা যায়?

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সংসদ)

ভারতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্বের সঙ্কট প্রসঙ্গে

গৌতম রায়

নেতৃত্বের প্রশ্নে গোটা ভারত জুড়েই একটা সঙ্কটের আবর্ত ইন্দিরা গান্ধির নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। ইন্দিরার জীবদ্দশাতেই নেহরু জমানার মতোই প্রশ্ন উঠত, ইন্দিরার পর কে? এই প্রশ্নটা সঞ্জয় গান্ধির মৃত্যুর পর নানাভাবে আবর্তিত হত। অনেক প্রাজ্ঞ মানুষদেরই গভীর সংশয় ছিল রাজীবকে ঘিরে। রাজীব অবশ্য ঘটনাচক্রে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রবীণ মানুষদের সেই সংশয়কেই সিলমোহর দিয়ে গিয়েছেন। এত অনভিজ্ঞ অথচ গরিষ্ঠতার গরিমায় প্রবীণদের অগ্রাহ্য করে কিচেন ক্যাবিনেটেরে দ্বারা পরিব্যাপ্ত, সেই কিচেন ক্যাবিনেট থেকে একে একে অমিতাভ বচ্চন, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, এমনকী অরুণ নেহরুরও সরে যাওয়া থেকেই বোঝা যায়, মা-দাদুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বিন্দুমাত্র রাজীবের ছিল না। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পরে কে ধরবেন বাংলার রাজনীতির হাল, সেই প্রশ্নটাও ধীরে ধীরে উঠে আসতে থাকে। ইন্দিরার শূন্যস্থান রাজীবন পূরণ করে সাময়িকভাবে যে পরিবারতন্ত্রের প্রবণতাকে পরিপুষ্ট করেছিলেন, নিজের অপরিণত রাজনৈতিক মানসিকতা, নিজের দল এবং বিরোধী দলের প্রবীণদের প্রতি অসম্মানজনক (’৮৭-র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোটের আগে জ্যোতিবাবুকে রিটায়ার করিয়ে ছাড়বেন বলে সে স্পর্ধোক্তি করেছিলেন) আচরণ সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটা সঙ্কটের আবর্ত তৈরি করেছিল, পরিবারতান্ত্রিক ঝোঁক থেকে বৈচিত্র্যময় ভারতের বেশিরভাগ অংশ থেকেই যে একটা ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে, সেটা বিশ শতকের শেষপ্রান্তে বেশ ভালোভাবেই মালুম হতে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে বাম আমলের রাজনীতিতে বিরোধীকণ্ঠ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উঠে এলেও জ্যোতি বসু সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন কমিউনিস্টরা দেহত্যাগ না করা পর্যন্ত পদত্যাগ করেন না—মমতা রাজনৈতিক রুচির যে পরিচয় রাখে তা মেট্রোপলিটন বাঙালিমন কোনো অবস্থাতেই মেনে নেয় না। ফলে, জ্যোতিবাবুর অবসরগ্রহণের পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দুটি পর্যায়ে কেবল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকেন তাই নয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন উত্তর পর্বের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ক্রমশ একটি আন্তর্জাতিক মাত্রা পেতে থাকেন। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত প্রজন্মের স্বাভাবিক অবসানের পর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পরের প্রজন্মের মানুষদের নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে পশ্চিবঙ্গে বুদ্ধদেববাবু যে নজির স্থাপন করেন, তা রাজনীতির প্রাঙ্গনকে অতিক্রম করে সামাজিক অঙ্গনকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। জ্যোতিবাবুর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালেই উঠে এসেছিল এই প্রশ্ন জ্যোতিবাবুর পরে কে? দীনেশ মজুমদার এবং শঙ্কর গুপ্ত ছিলেন জ্যোতিবাবুর পরের প্রজন্মে নেতৃত্বদানকারী হিসেবে ন্যাচারাল চয়েজ। এই দু’জন নেতার অকালমৃত্যু তুলে এনেছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম। সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে দীনেশ মজুমদার এবং শঙ্কর গুপ্ত আর বামেদের দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে রবীন সেনের হঠাৎ মৃত্যু কেবল বামপন্থী দলগুলিরই ক্ষতি নয়, বামপন্থী আন্দোলনেরও শুধুমাত্র ক্ষতি নয়, সামগ্রিকভাবে সেটা ছিল বাংলার ক্ষতি, বাঙালির ক্ষতি। সে অবক্ষয়ের অভিযোগ বামপন্থীদের সম্পর্কে ওঠে, যে ছিদ্রপথে মমতার মতো ব্যক্তিসর্বস্ব মানুষ নেত্রী হয়ে ওঠেন, এই পরিবেশ তৈরির হত না যদি রবীন সেনের মতো মানুষ বেঁচে থেকে সাংগঠনিকভাবে নেতৃত্ব দিতেন। বুদ্ধদেববাবু উত্তরাধিকারী হিসেবে যে নামটি উঠে আসতে শুরু করেছিল, সেই নামটি কোনো নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে উঠে আসছিল না। সেই নামটি কিন্তু উঠে আসছিল এমন একজন মানুষকে ঘিরে যিনি একাধারে যুব আন্দোলনের নেতৃত্বের ভিতর গিয়ে কেরল বাংলা নয়, গোটা ভারতে যুব আন্দোলনের নেতৃত্বের ভিতর দিয়ে কেবল বাংলা নয়, গোটা ভারতে যুব আইকন হয়ে উঠেছেন। অপরপক্ষ দীর্ঘ বারো বছরের সাংসদ জীবনে বামপন্থী সাংসদ হিসেবে জ্যোতির্ময় বসুর গ্রহণযোগ্যতার সর্বোত্তম উত্তরসুরী হিসেবে উঠে আসা গীতা মুখার্জির জীবদ্দসাতেই, যিনি নিজেকে গীতার মতো সতীর্থ এবং তীব্র বিরোধী—সকলের কাছেই সমান গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন।

বুদ্ধদেববাবু ২০০১ সালে মন্ত্রিসভা গঠনের পর তাঁর দলের তরুণ তুর্কি মহম্মদ সেলিমকে তাঁর মন্ত্রিসভাতে আনেন। তুখোড় যুবনেতা সেলিম তার আগে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান প্যানেলে সবথেকে কনিষ্ঠ ব্যক্তি হিবেসে রাজ্যসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে যে দক্ষতার পরিচয় সেলিম রেখেছিলেন, তাতেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, প্রশাসক হিসেবে থাঁর ভূমিকাটি। সেই ভূমিকা একটা সার্থক রূপায়ণ আমরা দেখতে পেলাম অনলবর্ষী সেলিমের রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে। তাঁর প্রতিটি প্রশাসনিক পদক্ষেপে যে দূরদর্শিতা এবং দক্ষতার পরিচয় মানুষ পাচ্ছিল, তাতে এটাই উঠে আসতে শুরু করেছিল যে, বুদ্ধদেবের পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্ব হিসেবে যোগ্যতম ব্যক্তি হলেন সেলিম। তাঁর দুরদর্শিতা প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ যথেষ্ট। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমের মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ মডেল তিনি রেখেছিলেন, সেটি যদি অনুসৃত হত, তাহলে আজ পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হাজার হাজার ছেলেমেয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীণ হয়েও চাকরি না পেয়ে এমন চরম অনিশ্চয়তা ভিতরে দিন কাটাতেন না।

মন্ত্রী হিসেবে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগমের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে যে পথ তিনি তৈরি করেছিলেন, তাকে অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রী পর্যন্ত রাজ্যসভাতে ভারতের সেরা মডেল বলে অভিহিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেলিমের অনবদ্য নেতৃত্বে গোটা ভারতে এটা প্রমাণিত হয়েছিল, সরকারি ঋণখেলাপি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে তখন একজন মুসলমান ও চিহ্নিত হননি। প্রযুক্তিগত শিক্ষার গরিব মানুষ নিজেদের প্রশিক্ষিত করে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয়ে উঠুক এই লক্ষে শহরের বস্তি অঞ্চলগুলিতে তিনি যে কারিগরিবিদ্যার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার ধারাবাহিকতা যদি বজায় থাকত, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে গরিব মুসলমানদের আর্থিক মানোন্নয়নে একটি ঐতিহাসিক পর্যায় রচিত হতে পারত। ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে সেলিম প্রার্থী হন। জেতেন। পিরে যান জাতীয় রাজনীতিতে। সেলিমের মতো ব্যক্তিত্ব তাঁর অনবলর্ষী অভিধাভারতে ভারতের সংসদে জ্যোতির্ময় বসুর যোগ্য এবং সার্থক উচ্চরসুরী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেও, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ইত্যাদি ইস্যুকে হাতিয়ার করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে সঙ্কট তৈরি হয় সেই পর্যায়ে রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর অভাব খুব বেশিভাবে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। দোদুল্যমানতা বা সিদ্ধান্তহীনতা এগুলির যেমন একজন রাজনীতিকের কাছে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে এনে দেয়।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় ফিট এন্ড রান অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

১ অক্টোবর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে যাবে কাজিরঙা জাতীয় অর্কিড ও জৈব-বৈচিতর্য উদ্যান

গুয়াহাটি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী পয়লা অক্টোবর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে কাজিরঙা জাতীয় অর্কিড এবং জৈব-বৈচিতর্য উদ্যান। পাশাপাশি অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে বিশ্বঐতিহ্য কাজিরঙা ন্যাশনাল পার্কের গেটও। তবে জাতীয় উদ্যানটি কত তারিখ খুলবে তা এখনও ঠিক হয়নি। এর জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত উদ্যানের প্রশাসনিক আধিকারিক, কর্মী তথা বনকর্মীরা।

গত কয়েকমাসে অতিমারি কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতিতে যথেষ্ট লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে উদ্যান কর্তৃপক্ষ। সেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ করতে কোভিড-১৯-এর সমস্ত ধরনের প্রটোকল মেনেই পর্যটকদের জন্য উদ্যান খোলা হবে।

অন্যদিকে, কাজিরঙা জাতীয় অর্কিড এবং জৈব-বৈচিতর্য উদ্যানের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ভালো করে দেখাশোনা করে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা হচ্ছে। কোভিড ঠেকাতে একবারে মাত্র ১০০ জন দর্শকই অর্কিড উদ্যানে ঢুকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। তাই প্রত্যেক পর্যটককে সরকারের বেঁধে দেওয়া নিয়ম-নীতি মেনে চলেই উদ্যানে আসার অনুরোধ জানিয়েছেন উদ্যান কর্তৃপক্ষ।

তবে কোভিড পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য বছরের মতো রাতে অসমের বিভিন্ন উপজাতির নাচ-গান সাস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপাতত বন্ধ থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।

এদিকে, কাজিরঙার জাতীয় উদ্যানের ডিরেক্টর পি শিবকুমার সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, অতিমারি কোভিড সৃষ্ট পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজিরঙায় এবার জিপ সাফারি এবং হাতির পিঠে চড়ে অরণ্য ঘুরে দেখার সুবিধা আগের থেকে ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের পাশাপাশি সাফারি চালক এবং যিনি গাইড করবেন তাঁকেও মাস্ক এবং ফেস শিল্ড পরতে হবে। উদ্যানের গেট পর্যটকদের জন্য কবে খুলে দেওয়া হবে সে সম্পর্কে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, জানান পি শিবকুমার।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি সারা দেশে এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট বিধি তথা নির্দেশিকা জারি করেছে।

ভুয়ো ঘি তৈরির কারখানায় পুলিশের হানা দিল্লিতে, ধৃত পাঁচ

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দামি ব্র্যান্ডের লেবেল লাগিয়ে রমরমিয়ে চলছিল ভুয়ো ঘি তৈরির কারখানা।অতর্কিতে পুলিশী হানায় গ্রেফতার পাঁচ। শনিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির ভাওয়ানা এলাকার এক নম্বর সেক্টরে। ধৃতদের চিহ্নিত করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন সন্দীপ (মালিক), আকাশ, রোহিত, রতন, আঙ্কেশ।

রং, গন্ধ, তেল সহ অন্যান্য জিনিস দিয়ে দামি ব্র্যান্ডের লেবেল লাগিয়ে এই ঘি তারা তৈরি করা হত। ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ ঘিয়ের টিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।পুলিশের সঙ্গে ছিল খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের আধিকারিকেরা। এই ধরনের ঘি বেশি দিন খেলে স্বাস্থ্যহানি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা। এদিন গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে এই কারখানায় অভিযান চালায় পুলিশ। ধৃতদের ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া চলছে। এদের সঙ্গে কোন বড় চক্র কাজ করছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

করোনা আক্রান্ত আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি

আসানসোল, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি করোনায় আক্রান্ত হলেন। শুক্রবার তাঁর ব্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়। শনিবার সেই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তবে জিতেন্দ্রে তেওয়ারির শরীরে করোনার কোনও উপসর্গ নেই। আপাতত হোম আইসোলেশনেই রয়েছেন মেয়র। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

প্রসঙ্গত, আসানসোল পৌরনিগমের ব্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে প্রায় ১২ জন পৌরকর্মীর রিপোর্টে করোনা পজিটিভ পাওয়া এসেছিল। আক্রান্ত হয়েছিলেন এক কাউন্সিলরও। তৃণমূল নেতা কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরিও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর। আর এরপরই এদিন আসানসোলের মেয়র তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির কোরোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুই অনুগামীও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

তেলেঙ্গানায় করোনায় নতুন করে আক্রান্ত ২২৭৮

হায়দ্রাবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): গোটা ভারতজুড়ে শুরু হয়েছে আনলক ফোর।জনজীবন স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে তৎপর প্রশাসন। কিন্তু করোনার বাড়বাড়ন্তকে কোনোভাবেই রোধ করা যাচ্ছে না। প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই তালিকা থেকে রেহাই পেল না তেলেঙ্গানাও।দক্ষিণের এই রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ২২৭৮ জন। নিহত ১০ জন।দক্ষিণের এই রাজ্যের সব মিলিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ১৫৪৮৮০। মৃতের সংখ্যা সব মিলিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৫০। তেলেঙ্গানা এখনও পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১২১৯২৫। সুস্থতার হার এই রাজ্যে ৭৮.৭ শতাংশ।গোটা দেশে সুস্থতার হার সেখানে ৭৭.৭৫ শতাংশ। মৃত্যুর হার এই রাজ্যে ০.৬১ শতাংশ। সেখানে গোটা দেশে এই হার ১.৬৬ শতাংশ।

মেটেলি ব্লকে চিতাবাঘের হানায় জখম মহিলা

মেটেলি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের ইনডং চা বাগানে কাজ করার সময় চিতাবাঘের হানায় জখম হলেন এক মহিলা। জখম মহিলার নাম সুশিলা ওরাওঁ।

জানা গেছে, শনিবার সকালে মেটেলি ব্লকের ইনডং চা বাগানের এ১ সেকশনে কাজ করার সময় চা বাগানে একটি চিতাবাঘ ওই মহিলাকে আক্রমণ করে ফের চা বাগানে ঢুকে যায়। খবর পেয়ে বাগানের সুপারিটেন্ডেন্ট ম্যানেজার রজত দেব ওই এলাকায় গিয়ে জখম মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই মহিলাকে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। তার অবস্থা স্থীতিশিল বলে জানা হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। খবর পেয়ে বনদফতরের আধিকারিকরা খাঁচা পেতে বাঘটিকে ধরার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে।

গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে করোনায় মৃত্যু হাফলঙের এক বাসিন্দার

গুয়াহাটি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আজ ডিমা হাসাও জেলার আরও এক বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ডিমা হাসাও জেলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন। লোয়ার হাফলঙের বাসিন্দা বাবুল দে (৫২) শনিবার সন্ধ্যায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

গত ৭ সেপ্টেম্বর বাবুল দে-র দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়লে ওই দিনই তাঁকে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়েছিল। তার পর বাবুল দে-র স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে হাফলঙের চিকিৎসকরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুধবার তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়। সেখানে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় তাঁর। এতে বাবুলের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। অবশেষে শনিবার সন্ধ্যায় ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বাবুল দে পাড়ি দেন পরলোকে।

নৌ অফিসারের উপর হামলায় অভিযুক্তদের জামিনে মুম্বইয়ে বাড়ছে ক্ষোভ

মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মুম্বইয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসারের উপর হামলার ঘটনায় চাপের মুখে পড়ে ছ”জনকে গ্রেফতারও করেছিল পুলিশ। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কাটতেই না কাটতেই দিব্যি জামিন পেয়ে যায় শিবসেনা নেতা-সহ সব ধৃতেরা। তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিকের পরিজনরা। কান্দিভলিতে অ্যাসিসট্যান্ট পুলিশ কমিশনারের অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

প্রাক্তন নৌসেনা অফিসার মদন শর্মাকে মারধর করার মামলায় আজই জামিন পেয়ে যান শিবসেনা নেতা কমলেশ কদম এবং আরও ৫ জন অভিযুক্ত। শনিবার মুম্বইয়ের সামতা নগর পুলিশ স্টেশন কমলেশ এবং আরও ৫ জনের জামিন মঞ্জুর করেছে। যার বিরোধিতা করে কান্দিভলিতে অ্যাসিসট্যান্ট পুলিশ কমিশনারের অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেখানে ছিলেন মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদের বিরোধী দলনেতা প্রবীণ দাড়েকর-সহ অন্যান্যরা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারা (অস্ত্র ও অন্যান্যভাবে গুরুতর আঘাত করা) এবং ৪৫২ ও ৪৫০ (বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ) ধারায় মামলা রুজু করার দাবি জানান তাঁরা।যা জামিন-অযোগ্য ধারা।

কান্দিভলিতে অ্যাসিসট্যান্ট পুলিশ কমিশনারের অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অধিকাংশের অভিযোগ, রাজনৈতিক চাপে লঘু ধারায় মামলা রুজু করেছিল পুলিশ।

যদিও মুম্বই পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার (আইন-শৃঙ্খলা) বিশ্বাস নাগরে পাটিল সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ”গতকাল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারায় ছ”জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তাদের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। কোনওরকম রাজনৈতিক চাপ ছিল না। আমার মতে, কোনও ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করা না হওয়ায় ৩২৬ ধারা চাপানো যেত না।”

বালিগঞ্জের টিচার্স ট্রেনিং ইউনিভার্সিটিতে ভাঙচুর

কলকাতা, ১২ (হি. স.): বালিগঞ্জের ডেভিড হেয়ার ক্যাম্পাসে তান্ডব চালালো একদল দুষ্কৃতী। পুরো চারতলা বিল্ডিং জুড়ে তাণ্ডব চালিয়ে তছনছ করে দেওয়া হল সব কিছু। বাদ গেল না অডিটোরিয়ামও। সেটাকেও যেমন খুশি ভাবে ভেঙে তছনছ করা হল। গোডাউন ঘর থেকে মিউজিক রুম ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বালিগঞ্জ থানার পুলিস। গোটা ক্যাম্পাস ঘুড়ে দেখেন পুলিশ আধিকারিকরা। ক্ষতিয়ে দেখা হয় সিসি টিভি ফুটেজ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ভেতরের কেউই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমান ক্যাম্পাস চত্বরের পেছনের পাঁচিল টপকেই বহিরাগতরা ঢুকেছে। ভিসি বলেন, ”হামলার পিছনে কোনও চক্র সক্রিয় থাকতে পারে।” আগামী ১অক্টোবর থেকে ডেভিড হেয়ার ক্যাম্পাসে পরীক্ষা হওয়ার কথা। কোভিড পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পড়ুয়াদের পরীক্ষা দিতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়াতে এরকমই প্রচার চালায় একটা গোষ্ঠী। দাবি কর্তৃপক্ষের। অথচ ঘোষণা অনুযায়ী অনলাইনে পরীক্ষা হওয়ার কথা। অপপ্রচারে প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষকে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হয়। হামলার নেপথ্যে এই চক্র কি না তাই নিয়ে সংশয় কর্তৃপক্ষের।

পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩১৬১ বেড়ে দুই লক্ষের দোরগোরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

কলকাতা, ১২ (হি. স.): রাজ্যে ফের বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সাংখ্যা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন রাজ্যে শুরু হয়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। সেই কথাকে সত্যি প্রমাণ করেই গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩১৬২ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩০৪২জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৬.২৬ শতাংশ। ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ৫৯ জন। রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৩,৫২১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৪৯৩জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১লাখ ৭২হাজার ৮৫জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৩৮৮৭জনের। শনিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৫৪৭টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬,০৪৭। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫২৬জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪০,৪৩৫জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১২জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৪৬১জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪১৫১জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫৬জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬১৭জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৭হাজার ১৩১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৪লাখ ২২হাজার ৭৪০টি। এখন রাজ্যে ৭৪টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

পথ দুর্ঘটনায় নিহত কনস্টেবল তাপস বর্মনের শেষকৃত্য সম্পূর্ণ হল

তুফানগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : হুগলির দাদপুর থানার হোদলা সেতু এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় নিহত কমান্ডিং অফিসার দেবশ্রী চ্যাটার্জীর দেহরক্ষী তাপস বর্মনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। শনিবার বেলা তখন সাড়ে তিনটে নাগাদ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

এদিন গ্রামের পথ দিয়ে সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ির কনভয় এসে পৌঁছায় কোচবিহারের অন্দরান-ফুলবাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের যমেরডাঙ্গার সারদাপল্লী গ্রামে। গাড়ি থেকে নামানো হল তাপস বর্মনের কফিনবন্দি নিথর দেহ। বাড়ির সামনে তখন অসংখ্য মানুষজনের ভিড়। তাপসবাবুর কফিনবন্দি নিথর দেহ বাড়ির উঠানের মন্দিরের সামনে রাখতেই কান্নার রোলে ভেসে উঠল এলাকা। এদিন কিছু সময়ের জন্য তাপস বর্মনের নিথর দেহ কফিনবন্দি অবস্থায় বাড়ির উঠানে রেখে ধর্মীয় নিয়মকানুন পালন করে পুলিশি নিরাপত্তা দিয়ে তুফানগঞ্জ শহরের রায়ডাক নদীর চরের শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। ১২ ব্যাটালিয়নের পুলিশ ও তুফানগঞ্জ থানার পুলিশের ঘেরাপটে তাপস বর্মনের শেষকৃত্য সম্পূর্ণ হয়। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ হুগলির দাদপুর থানার হোদলা সেতু এলাকায় এক পথ দুর্ঘটনায় ১২ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার দেবশ্রী চ্যাটার্জী, তাঁর দেহরক্ষী তাপস বর্মন ও গাড়ির চালক মনোজ সাহার মৃত্যু হয়েছিল।

অবসরপ্রাপ্ত নৌবাহিনীর অফিসারের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করলেন রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মুম্বইয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসারের উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, মুম্বইয়ে নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এক অফিসারকে মারধর করার যে ঘটনা ঘটেছে, তা একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়। লজ্জাজনকও বটে।

শনিবার এক টুইটবার্তায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার শ্রী মদন শর্মার সঙ্গে কথা বলেছি। মুম্বইয়ে তিনি গুন্ডাদের হামলার শিকার হয়েছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছি। প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিকের উপর এরকম আক্রমণের ঘটনা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং লজ্জাজনক। মদনজির দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছি আমি।’

উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের কার্টুন ফরোয়ার্ড করার ‘অপরাধ’-এ শুক্রবার ৬২ বছরের অবসরপ্রাপ্ত নৌসেনা আধিকারিককে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় নাম জড়ায় শিবসেনা নেতা কমলেশ কদম ও তাঁর দলবলের। গ্রেফতার হন মোট ৬ জন।তবে প্রাক্তন নৌসেনা অফিসার মদন শর্মাকে মারধর করার মামলায় আজই জামিন পেয়ে যান শিবসেনা নেতা কমলেশ কদম এবং আরও ৫ জন অভিযুক্ত। শনিবার মুম্বইয়ের সামতা নগর পুলিশ স্টেশন কমলেশ এবং আরও ৫ জনের জামিন মঞ্জুর করেছে।

বাজারিছড়া নেতাজিপল্লি কালীবাড়িতে দুর্গা পূজার প্রস্তুতি, গঠিত কমিটি

বাজারিছড়া (অসম), ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অন্যান্যিছ বছরের মতো এবারও দশভূজা মা দুর্গা পূজার আয়োজন করছে বাজারিছড়া নেতাজিপল্লিতে অবস্থিত কালীবাড়ি পূজা কমিটি। এই পুজো এ বার ষষ্ঠ বছরে পা দেবে।

২০১৫ সা।লে নেতাজিপল্লির কালীবাড়িতে শুরু হয়েছিল দুর্গাপূজা। সম্পূর্ণ সাত্বিকতা বজায় রেখে এখানে মায়ের পূজা হয়। শুরু থেকেই এই কালীবাড়িতে পুরোহিতের দায়িত্ব পালল করে আসছিলেন অখিল চক্রবর্তী। এবারও তিনিই যথারীতি পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করবেন। ইতিমধ্যে দুর্গাপূজার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন আয়োজক মণ্ডলি। দুর্গাপূজা এবং কালীপুজোর কমিটিও গঠন করা হয়ে গেছে।

বিশিষ্ট সমাজসেবী রাণা সূত্রধরকে সভাপতি এবং শেখর পালকে সহ-সভাপতি, জন্মজিত দাস ও সত্যম দে-কে সম্পাদক, শুভ্রজিত পালকে সহ-সম্পাদক, সুদীপ পালকে কোষাধ্যক্ষ, কানাইলাল রবিদাসকে সহকারী কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করে দীপঙ্কর দেব, দিপ্তু দেব, লিপ্টু পোদ্দার, পঙ্কজ দাস, বিশাল পাল, বিকাশ নাথ, দেবশিস চক্রবর্তী, সাগর সূত্রধর, রিপন দেব, রিপন দাসকে সদস্য মনোনীত করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে এক সাধারণ সভায় কমিটি গঠন করা হয়। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন সন্দীপ করপুরকায়স্থ, অজয় সূত্রধর, হীরা সূত্রধর, রাণা সূত্রধর, জন্মজিত দাস, নারায়ণ পাল, মানিকলাল দাস, কানাইলাল রবিদাস, সত্যম দে, মিটন ধর প্রমুখ। আসন্ন দুর্গাপূজায় সকলের উপসিতি ও সহযোগিতা কামনা করেছেন কমিটির সভাপতি রাণা সূত্রধর। করোনা কালে কোভিড প্রটোকল মেনে সম্পূর্ণ সরকারি নিয়মনীতি অবলম্বন করে পূজা করা হবে বলে জানিয়েছেন কালীবাড়ি কমিটির কর্মকর্তারা।

ডিমা হাসাওয়ে সুচি ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেডের ৫০ জন কর্মী করোনায় আক্রান্ত হারাঙ্গাজাওয়ে চার দিনের লকডাউন

হাফলং (অসম), ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় শুরু হয়েছে করোনার ভয়ঙ্কর গণ-সংক্রমণ। এবার হারাঙ্গাজাও মিয়াংক্রোতে অবস্থিত সুচি ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেডের ৫০ জন কর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। যার দরুন শনিবার থেকে হারাঙ্গাজাওয়ে শুরু হয়েছে চার দিনের লকডাউন।

বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৩১ কিলোমিটার ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের চারলেন রাস্তা নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে সুচি ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড নামে নির্মাণ সংস্থা। ওই নির্মাণ সংস্থার একটি ক্যাম্প রয়েছে হারাঙ্গাজাওয়ের মিয়াংক্রোতে। নির্মাণ সংস্থার ওই ক্যাম্পে রয়েছেন ৮৫ জন কর্মী এবং তাঁদের মধ্যে ৫০ জনের দেহে শুক্রবার ধরা পড়েছে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি।

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, মিয়াংক্রোতে অবস্থিত সুচি ইনফ্রা প্রইভেট লিমিটেড কোম্পানির এক কর্মী প্রথমে করোনার উপসর্গ নিয়ে হারাঙ্গাজাও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গেলে সেখানে ওই কর্মীর করোনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় তাঁর দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। এর পর স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা ওই নির্মাণ সংস্থার সব কর্মীর করোনা পরীক্ষা করেন। ওই পরীক্ষায় ৫০ জনের দেহে করোনা ভাইরাস ধরা পড়ে।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় ভয়ঙ্কর হারে বৃদ্ধি হচ্ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। প্রতিদিনই নতুন নতুন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ। সাধারণ মানুষ সরকারি নীতি নির্দেশিকা ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে না চলার দরুন দ্রুতহারে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা।

অন্যদিকে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকার স্কুল কলেজ ও কোচিং ক্লাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়ার পরও ডিমা হাসাও জেলার একাংশ শিক্ষক কোভিড প্রটোকল না মেনে সরকারের নীতি নির্দেশিকা অমান্য করে ছাত্রছাত্রীদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিব্যি প্রাইভেট টিউশন চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ জেলা প্রশাসন দুর্যোগ মোকাবিলা আইনের অধীনে এ সব শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না বলে বিস্তর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬০৬। এর মধ্যে ৪২৬ জন রোগী সুস্থ হয়ে হাফলং সরকারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। বর্তমানে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ৮২ জন রোগীর চিকিৎসা চলার পাশাপাশি ৯৮ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে জেলার বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে।

সুন্দরবন পরিদর্শনে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব

সুন্দরবন, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সুন্দরবনের নাম রয়েছে। এবার সেই পর্যটন কেন্দ্রকে কিভাবে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় পর্যটকদের কাছে তা নিয়ে শুরু হয়েছে ভাবনাচিন্তা। দফতরের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে সেই কারনে তিনদিনের সুন্দরবন সফরে এসেছেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব।

গত বৃহস্পতিবার তিনি আসেন সুন্দরবনে। দুদিন সুন্দরবনের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ঘুরে শনিবার সকাল সাড়ে আটটায় পৌঁছন সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দয়াপুরে। এই দয়াপুরের বীনাপানিপাড়া এলাকায় ২২টি হোম স্টে তৈরির পরিকল্পনা ছিল স্থানীয় প্রশাসনের। সে বিষয়ে প্রস্তাব ও পর্যটন দফতরের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন বিশেষ কারনে তা হয়ে ওঠেনি। এদিন মন্ত্রী সেই এলাকাতেই যান পরিদর্শনে। কথা বলেন সাধারন মানুষের সাথে। কিভাবে এই এলাকায় পর্যটনকে আরও বেশি করে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সে বিষয়ে গ্রামবাসীদের সাথে কথা ও বলেন তিনি। পাসাপাশি সুন্দরবনের বুকে পরপর দু দুটি ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ায় পর্যটন কেন্দ্রগুলির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু সেই ক্ষতি সামলে পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে কতটা পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত করা গিয়েছে, কিম্বা আরও কি কি করলে সুন্দরবনের এই পর্যটন কেন্দ্রগুলি পর্যটকদের কাছে আরও বেশি করে আকর্ষণীয় হতে পারবে সে বিষয়ে দফতরের আধিকারিকদের সাথে বারে বারে কথা বলেন মন্ত্রী। পাসাপাশি এলাকার রাস্তায় ঘুরে রাস্তার উন্নয়ন, নদীবাঁধ নিয়েও মানুষের সাথে কথা বলেন মন্ত্রী। করোনা সংক্রমণের জন্য বর্তমানে সুন্দরবনে পর্যটন বন্ধ রয়েছে, দ্রুত যাতে সেই পর্যটন পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয় মন্ত্রীর কাছে পর্যটন ব্যবসায়ীরা সেই আবেদন রাখেন।

কুস্তিগীর নাভিদ আফকারির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল ইরান সরকার

তেহেরান, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আপত্তি, হুমকিকে উপেক্ষা করে আদেলাবাদ জেলের মধ্যেই নামী কুস্তিগীর নাভিদ আফকারির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল ইরান সরকার। শনিবার ফাঁসিতে ঝোলানো হয় কুস্তি চ্যাম্পিয়ানকে। আফকারির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার খবর প্রকাশ হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বহু ক্রীড়াবিদ। একজন খেলোয়াড়কে যেভাবে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ইরানকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ইরান সরকারের বিচার বিভাগের এক মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ‘আইনি লড়াইয়ের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আফকিরির রেহাই পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তাই দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশেই তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।’ প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে ইরানের বর্তমান সরকার বিরোধী বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন দেশের নামী কুস্তিগির নাভিদ আফকিরি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, বিক্ষোভের সময় হাসান তুর্কমান নামে নিরাপত্তা রক্ষীকে ছুরিকাঘাতে খুন করেছেন। খুনের মামলায় ইরানের এক স্থানীয় আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয়। বিচার চলাকালীন আফকারি অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর উপরে নির্যাতন চালিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে। যদিও ইরানের বিচার বিভাগ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিল। নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইরানের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আফকারি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বিশ্বের ৮৫ হাজার অ্যাথলিটদের সংগঠন দেশের কিংবদন্তী কুস্তিগিরের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বাতিলের জন্য ইরান সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছিল। এমনকী কিছুদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও একই অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সব অনুরোধ, হুমকি উপেক্ষা করে এদিন সকালে আফকারির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে ইরান সরকার।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

তাঁরা সুবিধাবাদী দুমুখো সাপ!

এনএএসিপি, অর্থাৎ ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব দ্য কালারড পিপল। ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এনএএসিপি বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সেরা, স্বীকৃত ও প্রশংসিত সংস্থাগুলোর একটি।সম্প্রতি হলিউডের আলোচিত তারকা দম্পতি রায়ান রেনল্ডস ও ব্লেক লাইভলি এই সংস্থাকে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা দান করেছেন। আর কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আদায়ের দাবিতে চলমান আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছেন। আর এতেই খেপেছে একটি দল। তীব্র নিন্দা জানিয়েছে রায়ান ও ব্লেক দম্পতিকে। ভাবছেন, দান করা তো ভালো। তবে সমালোচনা কেন?২০১১ সালে আরেক হলিউড তারকা স্কারলেট জোহানসনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এক বছরও একা থাকেননি ডেডপুল তারকা রায়ান। পরের বছরই ঘটা করে ‘আই ডু’ বলেছেন আরেক হলিউড তারকা ব্লেক লাইভলিকে। ২০১২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঘটা করে এই দম্পতি বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলাইনার মাউন্ট প্লিজেন্টের বিখ্যাত বুন হল প্ল্যান্টেশনে। এই ঐতিহাসিক জায়গা দাসপ্রথা ও কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতনের সাক্ষ্য বহন করে।সেখানে বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও আমোদপূর্ণ ঘটনার উদ্‌যাপন সেরে এই দম্পতির কালো মানুষদের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে অর্থ দেওয়াকে ভালো চোখে দেখেননি অনেকেই। একটি দল তাঁদের বলেছে ‘সুবিধাবাদী দুমুখো সাপ’।এর আগে ২০১৮ সালে ব্লকবাস্টার হিট সিনেমা ব্ল্যাক প্যান্থারকে এক টুইটে সমর্থন করায়ও একই দুয়োধ্বনি শুনতে হয়েছিল ৪৩ বছর বয়সী কানাডীয় তারকা রায়ান রেনল্ডসকে। এবার তাই সুযোগ বুঝে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন, ‘ওই জায়গায় বিয়ের সিদ্ধান্ত আমাদের জীবনের নিকৃষ্ট সিদ্ধান্তগুলোর একটি। এই বিয়ের জন্য আমরা দুঃখিত। আর এ জন্য আমরা সারা জীবন আন্তরিকভাবে দুঃখিত আর অনুতপ্ত থেকে যাব।’লকডাউনে স্ত্রী আর তিন সন্তান জেমস, ইনেজ ও বেট্টিকে নিয়ে সুখেই কাটছে এই দম্পতির জীবন।

বাফটার সম্মান পাচ্ছেন ইদরিস

জনপ্রিয় ব্রিটিশ অভিনেতা ইদরিস এলবা পাচ্ছেন বাফটা অ্যাওয়ার্ডের শীর্ষ সম্মাননা। ব্রিটিশ একাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টসের (বাফটা) এ সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে টেলিভিশনে বৈচিত্র্যময় অবদানের জন্য। ৩১ জুলাই বাফটার আসরে এ সম্মাননা দেওয়া হবে। এর আগে এ সম্মাননা পেয়েছেন নিকোলা শিন্ডলার, ক্লেয়ার বল্ডিং, জন মোটসন, হেনরি নরমাল প্রমুখ তারকারা।সিনেমা দিয়ে ইদরিস এলবা পরিচিত সারা বিশ্বে। টেলিভিশনেও সমান জনপ্রিয় তিনি। এইচবিও চ্যানেলের ‘দ্য ওয়ার’ এবং বিবিসি ড্রামা ‘লুথার’ দিয়ে সুনাম করেন তিনি। জিতে নেন গোল্ডেন গ্লোবের মতো পুরস্কার। মনোনীত হন এমি ও বাফটা অ্যাওয়ার্ডে। স্কাই চ্যানেলের ‘ইন দ্য লং রান’ আরেক প্রযোজনা, যা এলবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি। এটিও পরিচিতি দিয়েছে তাঁকে।তবে শুধু অভিনয়ের জন্যই এ সম্মাননায় ভূষিত করা হচ্ছে না তাঁকে। বিনোদনজগতে নানা কাজের জন্য তাঁকে এ পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে। তার মধ্যে আছে ২০১৩ সালে তৈরি করা তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গ্রিন ডোর পিকচার্স। এ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে ইন্ডাস্ট্রির জন্য নতুন মেধাবী মুখ বের করেন তিনি।এলবা ধন্যবাদ জানান বাফটা কর্তৃপক্ষকে। তিনি স্বীকার করেন, তিনি যেভাবে মেধাবী মুখ খুঁজে বের করেন নানা বৈচিত্র্যময় প্ল্যাটফর্ম থেকে, একদিন তাঁকেও এভাবেই নতুন মেধাবী মুখ হিসেবে হাজির করা হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিতে।

চুলকানি রোধ করার কয়েকটি নিয়ম

মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে পেডিকিউলাস ক্যাপিটিস বলা হয়।

উকুন হওয়ার কারণ ঃ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকা একই বিছানা বা পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা, একই চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো, মাথা পরিষ্কার না রাখা ইত্যাদি কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেডিকিউ লাস ক্যাপিটিস।

এ রোগ হয়ে থাকে, মানুষের দেহে তিন প্রকার উকুন থাকে। মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেলিকিউলাস করপোরিস এবং বিটপ দেশের লোমে , বগলে, গোঁফ-দাঁড়িতে, চোখের পাতায় যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেডিকিউলাস পিউবিস। মাথার উকুন তামাটে বর্ণের হয়। এরা একবার শতাধিক ডিম পাড়ে, যাদের লিকি বলা হয়। এ লিকি থেকে এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা হয় মাথায় উকুনের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

চিকিৎসা ঃ লোশন পারমেথিরিন ১ ভাগ মাথায় ভালভাবে লাগাতে হয় এবং মাথায় কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, যাতে উকুন পালিয়ে যেতে না পারে। ব্যবহার শেষে ভালোভাবে সাবান জলে স্নান করে নিতে হয।

খুশকি ঃ সাধারণভাবে মাথায় হালকা মতো মরা চামড়া ওঠাকে খুশকি বলা হয়। এক্ষেত্রে মাথায় চুলকানি থাকে, মাথার ত্বকে কুটকুটে ভাব থাকে। মাথার চুল বেড়ে গেলে, চুল ভেজা থাকা অবস্থায় আঁচড়ালে, মাথার ময়লা জমলে, তেল বেশি বেশি ব্যবহার করলে এবং সেই সঙ্গে মাথায় ছত্রাকের আক্রমণ ঘটলে রোগের উপসর্গ বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তাই একই চিরুনি অনেকে ব্যবহার করতে করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই খুশকিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয় না তবে দমিয়ে রাখা হবে। যাদের মাথায় খুশকি হয় তাদের তেল মাখা কমিয়ে দিতে হবে অথবা বন্ধ করে দিতে হবে। খুশকি নিয়ন্ত্রণে না রাখলে চুল পড়ে যেতে পারে। একে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরি। অ্যান্টি ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু বাজারে এখন সর্বত্রই পাওয়া যায়। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে একে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

মাথার দাদ ঃ ছত্রাকের আক্রমণ যখন মাথায় ঘটে তখন তাকে টিনিয়া ক্যাপিটিস বলা হয় বা মাথায় দাদ বলা হয়। এ রোগটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাথায় হতে দেখা যায়, তবে খুব কম ক্ষেত্রেই বড়দের হয়।

চিকিৎসা ঃ এক্ষেত্রে দাদ নিরোধক অ্যান্টি ফাঙ্গাল ওষুধ সেবন গগ্রাইসিওফুলভিন ৫ মিলি গ্রাম শরীরের ওজনের অনুপাত থেকে দেড় মাস খেতে হয়।

রোগ সারাতে কাঁচা আম

গরম এসে গেছে আর এখনই কাঁচা আমের মৌসুম। আমরা জানি আমকে বলা হয় ফলের রাজা। সব বয়সের মানুষ পাকা আম পছন্দ করে এবং অন্য যেকোনো ফলের চেয়ে এই ফলটি বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করে। কিন্তু কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতার কথা জানলে আপনি বুঝতে পারবেন কাঁচা আম খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। কাঁচা আমের গন্ধে মন ভরে যায় সতেজতায়। চাষের ধরন অনুযায়ী আম বিভিন্ন আকার আকৃতির হয়ে থাকে। আসলে আমের বিভিন্ন রকম ১০০০ টি প্রজাতি আছে। স্কুলের বাচ্চাদের ও অনেক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রিয় কাঁচা আম প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেল ও জলে ভরপুর। কাঁচা আম সাধারণত আচার বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও জুস, চাটনি, সস, জ্যাম এবং ফলি হিসেবে খাওয়া হয়। তবে সবচাইতে আকর্ষণীয় হচ্ছে কাঁচা আমের ভর্তা। আসুন তাহলে জেনে নেই কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো সম্পর্কে।

এসিডিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ খাদ্যাভ্যাসের জন্য বেশিরভাগ মানুষই এসিডিটির সমস্যায় ভুগে থাকেন। কাঁচা আম খেলে এডিডিটির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ওষুধ গ্রহণ ছাড়াই আপনার হজমে সাহায্য করবে কাঁচা আম।

জলের ঘাটতি রোধ করে ঃ গরমে আমাদের শরীর থেকে অনেক জল বাহির হয়ে যায়। শরীরের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এবং জলের ঘাটতি পূরণের জন্য সামান্য লবণ দিয়ে কাঁচা আম খান।

পেটের সমস্যা দূর করে ঃ গরমের সময় বেশিরভাগ মানুষের পেটে সমস্যা হতে দেখা যায়। ডায়রিয়া আমাশয় ও বদহজমের মত সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে। খাদ্য হজমে সহায়তা করে কাঁচা আম। অন্ত্রকে পরিষ্কার করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় কাঁচা আম।

ওজন কমায় ঃ মিষ্টি আমের চেয়ে কাঁচা আমে চিনি কম থাকে বলে এটি ক্যালরি খরচে সাহায্য করে।,

স্কার্ভি ও মাড়ির রক্ত পড়া প্রতিরোধ করে ঃ কাঁচা আম খেলে আপনার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি সরবরাহ করে। স্কার্ভি, অ্যানেমিয়া ও মাড়ির রক্ত পড়া কমায় কাঁচা আম। কাঁচা আমের পাউডার বা আমচুর স্কার্ভি নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী।

মুখের স্বাস্থ্য রক্ষা করে ঃ সবুজ কাঁচা আম খাওয়া মাড়ির জন্য উপকারী। এটি খুব মাড়ির রক্ত পড়াই বন্ধ করে না নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ এবং দাঁতের ক্ষয়রোধ করে।

মর্নিং সিকনেস এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের মর্নিং সিকনেস দূর করতে চমৎকারভাবে কাজ করে কাঁচা আম। সামান্য লবণ লাগিয়ে কাঁচা আম খেলে বমি বমি ভাব দূর হয়।

দৃষ্টি শক্তির উন্নতি ঘটায় ঃ কাঁচা আম আলফা ক্যারোটিন ও বিটা ক্যারোটিনের মত ফ্লাভনয়েড সমৃদ্ধ। এইসব উপাদান দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটায়।

লিভারের সবচেয়ে ভালো বন্ধু ঃ লিভারের রোগ নিরাময়ের একটি প্রাকৃতিক উপায় হচ্ছে কাঁচা আম। যখন কাঁচা আম চিবানো হয় তখন পিত্ত থলির অ্যাসিড ও পিত্ত রস বৃদ্ধি পায় ।এর ফলে যকৃতের স্বাস্থ্য ভালো হয় এবং অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন পরিষ্কার করে।

মেয়েদের ত্বক চর্চার কিছু খুঁটিনাটি তথ্য

প্রতিদিন আমরা যে সব খাবার খাই তা সরাসরি আমাদের ত্বকে প্রভাব ফেলে। তাই সুস্থ ত্বক পাওয়ার জন্য সঠিক খাবার বেছে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। কিছু কিছু খাবার আছে যা ত্বকের রুক্ষভাবে, প্রাণহীন ত্বককে প্রাণোজ্জল করে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফর্সা করার ক্ষমতাও রাখে। যে খাবারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে সে ধরনের খাবার খেলে ত্বক অপেক্ষাকৃত ফর্সা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই ত্বক ফর্সা করতে স্কিন হোয়াইটনিং চিকিৎসা করতে চান। তবে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু কিছু সুপার ফুড খেয়েই আপনি আপনার ত্বক ফর্সা করতে পারেন। তাহলে এবার এই সুপারফুডগুলোর কথা জানা যাক।

কিউই ঃ বিদেশি এই ফলগুলো এখন বাজারে সহজলভ্য। এই ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। ভিটামিন সি ত্বকের কোষকে রক্ষা করে। কিউই স্কিন টোন ও ত্বকের রং উন্নত করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ত্বকের কালচে দাগও দূর করে।

পাকা পেঁপে ঃ পাকা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। লিভারের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের জন্যও উপযোগী পেঁপে। ত্বকের মৃত কোষগুলিকে নষ্ট করে এবং কোষের কালচে রংকে হালকা করতে সাহায্য করে এই ম্যাজিক ফল। পেঁপে খেলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং ত্বকের রং ফর্সা হয়।

গ্রিন টি ঃ গ্রিন টি শুধু শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর তাই নয়। এটি ত্বক ফর্সা করতেও কার্যকরী। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। যা ত্বকে বলিরেখা, কালচে দাগ পরতে দেয় না। যার ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। ত্বককে ফর্সা করতেও সাহায্য করে।

সালাদ ঃ সালাদে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে। যার ফলে ত্বক সতেজ থাকে এবং স্বাস্থ্যজ্জ্বল হয়। প্রত্যেকদিন সালাদ খেলে ত্বক উজ্জ্বল হয়।

ডিম ঃ প্রত্যেকদিনের খাবারের মেনুতে ডিম থাকলে তা হাড়কে শক্ত করে একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু রোজ একটা ডিমকে স্কিন টোনকেও উন্নত করে তা অনেকেই জানেন না। তাই ত্বককে ফর্সা করতে নিয়মিত ডিম খাওয়া উচিত।

আপেল-কমলার খোসায় মুখের কালো দাগ দূর করে

মুখকে সুন্দর রাখতে আমরা কত কিছু করি। তার সঠিক যত্ন নেওয়া, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া থেকে শুরু করে রূপচর্চা করা সব কিছু করতে আমরা উদ্যত। আর যদি আপনার এই সুন্দর মুখে হঠাৎ করে কোনো কালো দাগ দেখা দেয় তাহলে তা দূর করতে মাথা খারাপ হয়ে যায়। এই কালো ছোপ ছোপ দাগ যা অনেক ক্ষেত্রেই অস্বস্তিকর কারণ হয়, সৌন্দর্য হানির মুখ্য কারণ হয়।

অবশ্য এর জন্য আছে কিছু সহজ উপায় যা মেনে চললে আপনি উপকার পাবেন ও রাহাইও পাবেন। জেনে নিন তার তিনটি সহজ পদ্ধতি। দুইচামচ বেসন, এক চিমটে হলুদ গুঁড়ো, এক চামচ চন্দন গুঁড়ো এবং এক চামচ কমলার খোসা বাটা একসঙ্গে মিশিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এবার এটা মুখে, ঘাড়ে বালো করে লাগিয়ে রেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন।

মানসিক রোগের সাথে ক্রিয়েটিভ কাজকর্মের সম্পর্ক আছে?

সৃষ্টিশীলতা আছে দেবতারকাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীন গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন ‘মিউজ’ । গ্রিক দেবতাদের রাজা -দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো ‘মিউজেস’।

সৃষ্টিশীলতা আসে দেবতার কাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীণ গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন ‘মিউজ’। গ্রিক দেবতাদের রাজা দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো মিউজেস’। এমনকি আঠারো শতকেও মনে করা হতো নিজে থেকে কেউ সৃস্টিশীল হতে পারে না। সৃষ্টিশীলতা এমন এক গুণ যা কারো কারোই থাকে, সবার থাকে না। এমনকি এটাও মনে করা হতো যে বিষন্নতা, সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার এসব মানসিক অসুস্ততার সাথে সৃষ্টিশীলতার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। চিত্রশিল্পী, লেখক, কবি, গায়ক , নাট্যকার, নৃত্যশিল্পী , অভিয়নশিল্পী, ইত্যাদি সৃষ্টিশীল মানুষের মানসিক রোগে ভোগার প্রবণতা তুলনামূলক বেশি।

সাইকোলজিস্ট জে ফিলিপ রাশটন পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, সৃষ্টিশীলতার সাথে বুদ্ধি ও বিভিন্ন মুড ডিজঅর্ডারের সম্পর্ক আছে। সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার, ইউনিপোলার ডিপ্রেশনের শিকার ৩ লাখ লোক আর তাদের রিলেটিভের ওপর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যাদের সিজোফ্রেনিয়া ও বাইপোলের ডিজঅর্ডার আছে, তাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি বেশি। তাদের ভাইবোনদের মধ্যেও ক্রিয়েটিভ কাজ করার ঝোঁক বেশি। তবে যারা ইউনিপোলার ডিপ্রেশনের শিকার তাদের মধ্যে এরকম কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায়নি।

অগপকে শক্তিশালী করতে এআইইউডিএফ বিধায়কের আহ্বান, ঘটনাকে দুষ্টচক্রের অপপ্রচার দাবি আজিজের

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : একটি দুষ্টচক্র তথা স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনটি এবারও এআইইউডিএফ দলের অনুকূলে থাকবে নিশ্চিত হয়েই দুষ্টচক্রটি মাঠে নেমে পড়েছে। তাঁর সম্মান হানি করতে সোশাল মিডিয়ায় মিথ্যা গল্প সাজিয়ে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে এই স্বার্থান্বেষী মহল। সংবাদ মাধ্যমের কাছে এবাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমদ খান।

এআইইউডিএফ দলের টিকিটে নির্বাচিত বিধায়ক আজিজ আহমদ খান বলেন, একটি দুষ্টচক্র সোশাল মিডিয়ায় অগপ (অসম গণ পরিষদ) দলের সভাপতি তথা কৃষিমন্ত্রী অতুল বরার সঙ্গে আমার ছবি সংযুক্ত করে পোস্টার বানিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। ওই পোস্টারে অগপকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এমন-কি পোস্টারের প্রকাশক হিসেবেও আমাকে দেখানো হয়েছে। অথচ আমি এআইইউডিএফ দলের বিধায়ক। আগামী ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বর্তমান দলীয় বিধায়ক হিসেবে মনোনয়ন পাওয়ার শক্ত দাবিদার আমি। দলের সুপ্রিমো মওলানা বদরউদ্দিন আজমল আল কাসিমীর ওপর আমার পুরোপুরি আস্থা আছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে তিনি আমাকেই এবারও দলীয় মনোনয়ন প্রদান করবেন।

আজিজ আহমদ খান বলেন, আসলে আমার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে একটি স্বার্থান্বেষী মহল অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমি করিমগঞ্জের পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছি। দলের যুব শাখা এ নিয়ে রাতাবাড়ি থানায়ও একটি এফআইআর দায়ের করেছে। বিধায়ক আজিজ আহমদ খান বলেন, বিভিন্ন ভাবে অপপ্রচার চলছে দক্ষিণ করিমগঞ্জে মনোনয়নের জন্য। কিন্তু সব কিছু অনুমান সাপেক্ষে চলছে। চূড়ান্ত কিছুই হয়নি। কংগ্রেস-এআইইউডিএফ এবং অন্যান্য দলের মহাজোট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে মাত্র। কে কোথায় এবং কোন কোন আসনে লড়বে তা এখনও আলোচনা পর্যন্ত হয়নি। যার দখলে যে আসন আছে সেই আসনগুলো বাদ দিয়ে বাদবাকি আসন নিয়ে আলোচনা হবে। দক্ষিণ করিমগঞ্জ এআইইউডিএফের আছে এবং এখানে জোট শরিক অন্য কোনও দলের মনোনয়ন পাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই সকল অপপ্রচারের উর্ধ্বে ওঠে ২১-এর নির্বাচনে দক্ষিণ করিমগঞ্জে দলীয় প্রার্থীকে জয়ী করতে দলীয় তৃণমূল স্তরের কর্মী সমর্থকদের কাছে আহ্বান জানান বিধায়ক আজিজ আহমদ খান।

নগাঁও ও কাছাড় কাগজ কলের পুনরুজ্জীবিতকরণে অসম সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে স্বাগত প্রদেশ বিজেপির

গুয়াহাটি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মধ্য অসমের জাগিরোডে নগাঁও এবং দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার পাঁচগ্রামে কাছাড় কাগজ কল দুটির পুনরুজ্জীবিতকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় কোম্পানি আইন ন্যায়াধিকরণ (এনসিএলটি) থেকে অতিরিক্ত এক মাস সময় চেয়ে অসম সরকার হিন্দুস্তান লিমিটেডের লিকুইডেটের কুলদীপ বার্মাকে রাজ্য সরকার চিঠি পাঠিয়েছে। সে জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে অসম প্রদেশ বিজেপি।

গুয়াহাটি লোকসভা আসনের সাংসদ তথা বিজেপি-র অন্যতম মুখপাত্র কুইন ওঝা সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, রাজ্য সরকারর বলিষ্ঠ এই পদক্ষেপে কাগজ কল দুটির পুনরুজ্জীবিতকরণের ক্ষেত্রে নিজের দায়বদ্ধতা রয়েছে, তা আবারও প্রমাণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কোম্পানি আইন ট্রাইবুনালে বিচারাধীন এই বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন। বন্ধ কাগজ কল দুটিকে পুনরুজ্জীবিত করার পাশাপাশি কর্মচারীদের বকেয়া প্রদানে অসম সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ভারী শিল্প মন্ত্রকের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সব ধরনের আলোচনা অব্যাহত রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সর্বোচ্চ স্তরে আলোচনা করছেন বলে জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র তথা সাংসদ কুইন ওঝা। ওঝা বলেন, ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সংসাধন দফতরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলির নেতৃত্বে তিনি সহ অন্য পাঁচ সাংসদ কামাখ্যাপ্রসাদ তাসা, দিলীপ শইকিয়া, রাজদীপ রায়, প্রদান বরুয়া, তপন কুমার গগৈরা কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি সমাধানের জন্য বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আবদার জানান। কুইন ওঝা বলেন, অসমের দুই বন্ধ কাগজ কলে নিয়োজিত কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার সময় সময় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।তিনি বলেন, তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের আমল থেকে মৃতপ্রায় কাগজ কল দুটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা কাগজ কলের জন্য সরবরাহ করতে বরাদ্দ করেছে। পরবর্তীতে সময়ে কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অর্থ বরাদ্দ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতায় প্রায় ১০০ কোটি টাকার এককালীন সাময়িক বরাদ্দ প্রদানের চেষ্টা করার পাশাপাশি কল দুটির কর্মচারীদের পড়ুয়া সন্তানসন্ততিদের উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করে নিজের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করেছে বিজেপি সরকার। ট্রাইবুনালে বিচারাধীন মামলার অতি শীঘ্র মীমাংসা হবে এবং অসম সরকার কাগজ কল দুটিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে বলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম সরকার সম্পূর্ণ আশাবাদী, দাবি সাংসদ কুইনের।

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ বজায় রাখতে ৮০টি বিশেষ ট্রেন চালাবে রেল

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): গোটা দেশজুড়ে চলছে আনলক ফোর। সবকিছু স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসছে।

এমন পরিস্থিতিতে পিছিয়ে নেই ভারতীয় রেল। শনিবার থেকে লাইনের ওপর গড়াতে শুরু করবে ৮০ টি বিশেষ ট্রেনের চাকা। ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লি-লখনউ শতাব্দি, নয়াদিল্লি- বারাণসী বন্দে ভারত সহ ২৪ টি বিশেষ ট্রেন দিল্লিতে আসা যাওয়া শুরু করে দিয়েছে। শনিবার উত্তর রেলওয়ের মুখপাত্র দীপক শর্মা জানিয়েছেন, নয়াদিল্লি- লখনউ শতাব্দি ২৪ শতাংশ সংরক্ষিত আসন এবং নয়াদিল্লি- বারাণসী বন্দে ভারত ১৮ শতাংশ সংরক্ষিত আসনে যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। এর আগে ২৩০ টি বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছিল।তার সঙ্গে ৮০ টি যুক্ত হওয়ায় সংখ্যাটা বেড়ে দাড়ালো ৩১০। উল্লেখ করা যেতে পারে কলকারখানা কার্যালয় খুলে যাওয়ার ফলে জনসমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাস্তায় যানবাহন এখনও অপ্রতুলতা থাকার কারণে সিংহভাগ মানুষ রেলের প্রতি বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।তাদেরকে স্বস্তি দিতে এই বিশেষ ফ্যান চালাচ্ছে রেল।

অফলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষা, অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

শিলচর (অসম), ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলোতে চলতি মাস থেকে অফলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও।

আজ শনিবার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিলচরে ধরনা কর্মসূচি সংগঠিত করেছে ছাত্র সংগঠনটি। করোনা কালে অফলাইন পদ্ধতিতে ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে অসম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে এআইডিএসও। পেন অ্যান্ড পেপার সহ শারীরিকভাবে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে ছাত্রছাত্রীদের অতিমারি করোনা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করে ছাত্র সংগঠনটি অফলাইন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা বাতিল করার দাবি জানিয়েছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে হলে শিক্ষক, অভিভাবক সহ বিভিন্ন দলের মতামত নিয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে এআইডিএসও। এছাড়া আগের পাঁচটি সেমিস্টারের ফলাফলকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরীক্ষার্থীদের ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার জন্য বিবেচনা করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানিয়েছে ছাত্র সংগঠনটি।

দেশে কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দেশের অর্থব্যবস্থা এবং বেকারত্ব নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পর। এবার কৃষি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়াল কংগ্রেস।

শনিবার কংগ্রেসের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, জমি নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আগেই অধ্যাদেশ এনেছিল কেন্দ্র। এখন ক্ষেতকে অপহরণ করার জন্য তিনটি অধ্যাদেশ নিয়ে এসেছে বিজেপি। পুঁজিপতিদের হাতে ক্ষেতকে তুলে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করে চলেছে বিজেপি। অবিলম্বে এই কৃষক বিরোধী অধ্যাদেশকে প্রত্যাহার করুক কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এমনটা না করলে সংসদের বাইরে এবং ভেতরে ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে যাবে কংগ্রেস।

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রণদীপ সিং সূর্যেওয়ালা জানিয়েছেন, ক্ষেত, মান্ডিগুলির জন্য তিনটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে কৃষক, দিনমজুর এবং আরতদারদের ওপর নির্মম ভাবে হামলা চালানো হয়েছে।এই অধ্যাদেশগুলিকে কৃষকদের

ছয়ের পাতায়

উত্তেজনার অবসান, চিনা সেনারা ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে অরুণাচল প্রদেশের অপহৃত পাঁচ যুবককে

গুয়াহাটি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : টানটান উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে চিনা সেনারা ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে অরুণাচল প্রদেশের অপহৃত পাঁচ যুবক যথাক্রমে তোচ সিংকাম, প্রশান্ত রিংলিং, দংগতু, ইবিয়া, তানু রাকর এবং গারু দিরিকে। টানা দশদিনের মাথায় শনিবার কাকভোরে অপহৃত পাঁচ যুবককে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)। এই খবর জানিয়েছেন তেজপুরে সেনা বাহিনীর জনসংযোগ আধিকারিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হর্ষবর্ধন পাণ্ডে এবং টুইট আপডেটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অরুণাচল প্রদেশ ওয়েস্ট লোকসভা আসনের সাংসদ কিরেন রিজিজু। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মন্ত্রী রিজিজু।

শনিবার সকালে মধ্য অসমের তেজপুরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর বেস কার্যালয়ের জনসংযোগ আধিকারিক (প্রতিরক্ষা) লেফটেন্যান্ট কর্নেল হর্ষবর্ধন পাণ্ডে জানান, আজ কাকভোরে চিনা সেনার এক দল অপহৃত পাঁচ যুবককে পূর্ব অরুণাচলের কিবিথু এলাকার নিকটবর্তী দামাই অঞ্চলে এনে ভারতীয় সেনার হাতে তুলে দিয়েছে। তাঁদের আগমনের খবর পাঁচজনের গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা সুস্থ। তবে এখনই তোচ সিংকাম, প্রশান্ত রিংলিং, দংগতু, ইবিয়া, তানু রাকর এবং গারু দিরিকে তাঁদের গ্রামের বাড়িতে যেতে দেওয়া হবে না বলে জানান জনসংযোগ আধিকারিক হর্ষবর্ধন। তিনি জানান, করোনা ভাইরাসের বিধি অনুযায়ী তাঁদের ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। এর পর বাড়ি যেতে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত যুবকরা মুলত ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোর্টার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

উল্লখ্য, গতকাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রসঙ্গত আপার সুনশিরি এলাকাকে নিয়ে অরুণাচল প্রদেশ ওয়েস্ট লোকসভা আসনের সাংসদ কিরেন রিজিজু গতকাল জানিয়েছিলেন, আজ ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার যে কোনও সময় নিখোঁজ অরুণালের পাঁচ যুবককে ভারতীয় সেনার হাতে তুলে দেবে চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ৩ সেপ্টেম্বর রাজ্যের আপার সুবনশিরি জেলার অন্তর্গত প্রত্যন্ত ভারত-তিব্বত সীমান্তবর্তী ম্যাকমোহন লাইনের নাচো সার্কলের তাগিন জনগোষ্ঠীভুক্ত সাত যুবক জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলেন। মাঝেমধ্যে তাঁরা জঙ্গলে শিকারে যান। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে ভারতীয় ভূখণ্ডে আগে থেকে চিনের পিপলস লিবারেশেন আর্মির সেনাবাহিনী গোপনে ঘাঁটি গেড়েছিল। ওই সব সেনা যুবকদের ঘেরাও করে তুলে নিয়ে চিয়েছিল। তবে চৈনিকদের চোখে ধুলো দিয়ে দুই যুবক পালিয়ে সন্ধ্যার দিকে গ্রামে পৌঁছেন। গ্রামে এসে তাঁরা পাঁচ সঙ্গীকে চিনা সেনারা তুলে নিয়ে গেছে বলে খবর দেন। গ্রামের মানুষ ঘটনার খবর দেন স্থানীয় প্রশাসনকে।

খবর পেয়ে প্রশাসনিকস্তরে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। খবর যায় দিল্লিতে। অন্যদিকে সীমান্তে 'সেরা ৭'-এ নিয়োজিত ভারতীয় সেনাও খবর পেয়ে রণসজ্জায় সেজে চৈনিকদের গোপন শিবিরে গিয়ে পাঁচ যুবককে মুক্ত করতে চাপ দেয়। ইত্যবসরে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ শীঘ্র তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হটলাইন বার্তা পাঠিয়েছিল পিএলএ-কে। চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি কর্তৃপক্ষ অবশ্য ওই বার্তায় সাড়া দিয়েছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর পিএলএ নিশ্চিত করেছিল, আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই পাঁচ যুবককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত মার্চ মাসেও আপার সুবনশিরি জেলার এসাপিলা সেক্টর থেকে চিনা সেনারা তগলে সিংকাম নামের বছর ২১-এর এক যুবককে অপহরণ করেছিল। অবশ্য ১৯ দিন পর তাকে মুক্ত করেছিল চিনা সেনার দল। এই ঘটনাটি সহ চলতি বছরে আপার সুবনশিরি এবং পশ্চিম সিয়াং জেলায় তৃতীয় ঘটনা। তবে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের চাপে তাঁদের সবাইকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে চিন।

প্রায় এক বছর পর, সেপ্টেম্বরেই বাংলায় আসতে পারেন মোহন ভাগবত

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দীর্ঘ প্রায় এক বছর পর বাংলায় আসার পরিকল্পনা হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবতের। সূত্রের খবর, সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসছেন সরসঙ্ঘচালক। ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক করবেন তিনি। তারপর ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি নাগপুর ফিরে যাবেন।

এর আগে ২০১৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর শেষবার কলকাতায় এসেছিলেন ভাগবত। তারপর ফের ২০২০-এর সেপ্টেম্বরে আসবেন তিনি। আগামী বছরের মাঝামাঝিতে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ২০২১-এর নির্বাচনকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। যে কোনও মূল্যেই ক্ষমতা দখল তাদের লক্ষ্য।

সূত্রের খবর, তার আগে সবদিক খতিয়ে দেখতেই এই সফরে আসছেন ভাগবত বলেই জানা গিয়েছে।

এখনও রাজ্যজুড়ে যেমন দলের সংগঠন তৈরি করা যায়নি, তেমনি দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বতেও দীর্ণ রাজ্য বিজেপি। মুকুল রদায় ও দিলীপ ঘোষের গোষ্ঠীর লড়াই রয়েছে। শোভন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়েও সমস্যা কাটেনি। এর উপর রয়েছে বাবুল, সৌমিত্র, অগ্নিমিত্রাদের বিভিন্ন ছোট গোষ্ঠী। ক্ষমতায় আসার আগেই বিজেপিতে এত উপদল যে এই স্বপ্ন সফল করা অত্যন্ত কঠিন। কেন্দ্রীয় নেতারা গত কয়েক মাসে দিল্লি থেকে কলকাতায় এসে নানা সময় এ সব নিয়ে বৈঠক করেছেন। তাতেও মুস্কিল আসানের পথ মেলেনি। দলের তরফে অবশ্য কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই বলে দাবি করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্যই রাজ্য সফরে আসবেন ভাগবত। এই সফরে যেমন তিনি বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করবেন। তেমনি সঙ্ঘ কার্যকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক হবে। কারণ, বিজেপির নির্বাচনে জয়ের জন্য পেছনে পুরো পরিকল্পনাই থাকে সঙ্ঘের। সেই কারণেই নির্বাচনের মাস দশেক আগে এসে সব ক্ষেত্র তৈরি করে যেতে চাইছেন সঙ্ঘপ্রধান

শিশুধর্ষণ : গ্রেফতার ডিমা হাসাওয়ের দিহাকু স্টেশনের ম্যানেজার ও রেলপুলিশের জওয়ান

হাফলং (অসম), ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পালিয়ে, গা ঢাকা দিয়ে শেষরক্ষা হয়নি। অবশেষে গ্রেফতার হয়েছে ডিমা হাসাও জেলায় ৯ বছরের শিশুকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের আরও দুই অভিযুক্ত দিহাকু রেল স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার জীতেন্দ্র সিং ও আরপিএফ জওয়ান অশোক কুমার। শুক্রবার তাদের গ্রেফতার করেছে ডিমা হাসাও জেলা পুলিশ। তবে শিশু ধর্ষণের অন্যতম অভিযুক্ত রেলের খালাসি প্রমোদ কুমারকে পুলিশ গত বৃহস্পতিবার লাংটিং থেকে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু তার দুই সঙ্গী এতদিন পলাতক ছিল।

আজ শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দিহাকু রেল স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার জীতেন্দ্র সিংকে লাংটিং থেকে এবং আরপিএফ জওয়ান অশোক কুমারকে গুয়াহাটি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত তিন ধর্ষককে আজ হাফলং আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালত তিন জনকেই জেল হাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, দিহাকু স্টেশনের পাশে ডাউট্রেক তৃতীয় খণ্ড গ্রামের নয় বছরের এক শিশুর ওপর গত মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) যৌন নির্যাতন চালিয়েছিল দিহাকুর স্টেশন ম্যানেজার, আরপিএফ জওয়ান এবং রেল বিভাগের এই খালাসি প্রমোদ কুমার। শিশু ধর্ষণের সঙ্গে জড়িতদের শীঘ্র গ্রেফতার করতে ইতিমধ্যে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন সহ বিভিন্ন

ছয়ের পাতায়

পুলিশকে বরাবরই রাজনীতিকরনের থেকে আলাদা রাখা হয়েছে, ফিরহাদ

কলকাতা, ১২সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে বারবারই নিশানা করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তেমনই শনিবার বেলঘরিয়ায় চা চক্রে যোগ দিয়ে পুলিশকে শাড়ি পড়ে সবজি বিক্রি করা নিদান দেন দিলীপ ঘোষ। অন্যদিকে তার পাল্টা সুর চড়ালেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বরং এদিন পুলিশকে বরাবরই রাজনীতিকরনের থেকে আলাদা রাখা হয়েছে বলেও দাবি করেন ফিরহাদ।

একুশে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে ততোই বাড়ছে রাজনৈতিক তরজা। শাসক বিরোধী দলগুলি কেউ কারোর ত্রুটি পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে দোষারোপ করতে। এর মধ্যেই রোজ চরমে উঠছে তৃণমূল ও বিজেপির বাকযুদ্ধ। এদিন পুলিশকে বেনোজির আক্রমণ করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, "বেশ কিছু ওসি এবং আইসি'র মেরুদণ্ড নেই। আমার দুঃখ হয় পুলিশকে দেখে, লজ্জা হয়। পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারা এখন শাড়ি পড়ে সবজি বিক্রি করুক। এতে সম্মান পাবে, পয়সা পাবে"।

এরপরেই দিলীপ ঘোষকে পাল্টা কটাক্ষ করে পুরমন্ত্রী বলেন, "উত্তরপ্রদেশে যেসব পুলিশ বিনা বিচারে এনকাউন্টার করছে, তাহলে তো তাদের ল্যাঙ্গট বা হাফ প্যান্ট পরা উচিত"। পুরমন্ত্রীর দাবি, "বাম আমলে সমস্ত অরাজকতা পেরিয়ে এসে, মমতা সরকারের জানাতেই পূর্ণ স্বাধীনতায় কাজ করছে পুলিশ। পুলিশকে বরাবরই রাজনীতিকরনের থেকে আলাদা রাখা হয়েছে"। তিনি দাবি করে আরও বলেন, "আমাদের রাজ্যে অন্যা ন্য জায়গার মত পুলিশকে রাজনীতি করণ করা হয় না। বিভিন্ন প্রদেশে পুলিশের অপ ব্যবহার করা হচ্চে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে পুলিশ নিরপেক্ষ"।

পুরমন্ত্রীর অভিযোগ করে বলেন, "বাম আমলে সমস্ত অরাজকতা পেরিয়ে এসে, মমতা সরকারের জামানাতেই পূর্ণ স্বাধীনতায় কাজ করছে পুলিশ। আসলে দিলীপবাবু যেটা মুখে বলছেন সেটা নিজেও মনে প্রাণে জানেন পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কি কাজ করছে"।

অন্যদিকে, এদিন দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করেন, "পুলিশ রাজ্য সরকারের তাবেদারী করছে। আর যারা ভালো কাজ করছে তাদের কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠানো হচ্ছে"। এ প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, "আমাদের রাজ্যে কম্পালসারী ওয়েটিং বলে কিছু নেই। পুলিশ কারো তাবেদারি করে না। আর কাউকে কম্পালসারি ওয়েটিংয়েও পাঠানো হয় না। এখানে পুলিশ নিজের মত পূর্ণ স্বাধীনতায় কাজ করে। দাঙ্গাবাজদের রুখতে গেলে তখন পুলিশ নিরপেক্ষ না হলে দাঙ্গা আটকাবে কেমন করে? পুলিশ দাঙ্গা আটকাবে। ক্রাইম আটকাবে। এটাই পুলিশের কাজ। পুলিশ নিজে বিচার করেনা তাই কোর্টে নিয়ে যাবে। দিলীপ বাবুদের রাজ্যে এসব হয় না। তাই উপলব্ধি করার ক্ষমতা নেই। সে জন্য যা খুশি তাই বলছেন"।

তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদানের কোথায় এদিন ফিরহাদ বলেন, "হাজার হাজার লোক প্রতিদিন বিজেপি থেকে তৃণমূলে চলে আসছে। সেন্ট্রাল গভমেন্ট আছে বলে লোভ দেখাচ্ছে, নয়তো এজেন্সির ভয় দেখিয়ে দলে নিয়ে যাচ্ছে। যারা ভয় পায় না তারা বুক চিতিয়ে রাজনীতি করে। আর যারা ভয় পায় তারা মাথা নত করে ওই দলে গিয়ে যোগ দেয়। আমাদের কাছে এসব কোনও ফ্যাক্টর নয়। মানুষ আমাদের কাছে ফ্যাক্টর। মানুষের সঙ্গে আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে মানুষ। আর তৃণমূলী জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই করে এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে"।

'আমার শিক্ষা-আমার ভারত' প্রতিযোগিতার উদ্বোধন, অসমবাসীকে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির আভাস দিতে তৈরি শিশু শিক্ষা সমিতি : হেমন্তধিং

গুয়াহাটি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ২০২০ সালের দেশের নতুন শিক্ষা নীতি সম্পর্কে সকলের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে বিদ্যা ভারতীর 'আমার শিক্ষা-আমার ভারত' শীর্ষক 'মাইনেপ' (ঞ্চঞ্চক্ষঞ্চ) প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশংক। প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে নতুন শিক্ষানীতির মর্মকথা পৌঁছে দিতে সর্বভারতীয় স্তরে হিন্দি, ইংরেজি, মারাঠী, গুজরাটি, মালায়লম, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, অসমিয়া, পাঞ্জাবি, ওড়িয়া, বাংলা, সংস্কৃত ১৩টি ভাষায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল উদ্বোধিত প্রতিযোগিতা ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে, চলবে ২ অক্টোবর পর্যন্ত।

এই প্রতিযোগিতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম ভাগে নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ, দ্বিতীয় ভাগে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী এবং তৃতীয় পর্যায়ে সাধারণ মানুষও এই প্রতিযোগাতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিযোগিতায় সব শ্রেণি এবং ভাষার অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রতিযোগীরা 'মাইনেপ' প্রতিযোগিতায় 'মিম মেকিং', পেন্টিং, পোস্টার নির্মাণ, বক্তৃতা প্রদান, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি, রচনা লেখা, ডিজিটাল ডিজাইন, কুইজ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুবিধা পাবেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রস্তুতকারী সমিতির প্রমুখ কে কস্তুরীরঙ্গন এক ভিডিও ম্যাসেজে বিদ্যা ভারতীর প্রতিযোগিতার জন্য শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। গতকালের এই অনুষ্ঠানে বিদ্যা ভারতীর উত্তরপূর্ব প্রান্ত তথা শিশু শিক্ষা সমিতি অসমের সংগঠনিক সম্পাদক হেমন্ত ধিং মজুমদার, মাইনেপ সচেতনতা অভিযানের অসম প্রান্ত সংযোজক লালজি সোনারি সমেত দুটি প্রতিষ্ঠানেরই বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি বর্গ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই অসমের আনাচে কানাচে নতুন শিক্ষানীতি সম্পর্কে সচেতনতা অভিযান শুরু হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন শিশু শিক্ষা সমিতি অসমের সাংগঠনিক সম্পাদক হেমন্ত ধিং মজুমদার। সংবাদ মাধ্যমকে এ কথা জানিয়েছেন সমিতির সহকারী প্রচার প্রমুখ শৈলেন্দ্র পাণ্ডে।

মাইনেপ উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশংক বলেন, নতুন শিক্ষানীতি প্রকৃতার্থেই আমাদের ভারতীয় শিক্ষাকে অগ্রসর করবে। ভারত কেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় মূল্যবোধকে নিয়ে স্বপ্নের আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণ করা সহজ হবে। তাঁর কথায়, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। সেই সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে সক্ষম হবে দেশ। নতুন শিক্ষানীতিতে আমরা আমাদের শিকড় খুঁজে পাব।

বিদ্যা ভারতীর জাতীয় মহামন্ত্রী শ্রীরাম বলেন, আমদানিকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা প্রণালিকে নীরবে শেষ করে দিয়েছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে সমগ্র শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে এই খামতি দূর করার প্রয়াস করা হচ্ছে। এখানে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে প্রকৃতার্থে বিকাশ করার সুযোগ পাবেন।

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত কুস্তিগির ববিতা ফোগট বলেন, আমাদের স্কুলে গুণের পরিবর্তে সংখ্যার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। নতুন শিক্ষানীতিতে শুধু গুণের ওপরই নয়, এর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতিতে পড়াশুনোর মতো খেলাধুলাকেও সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে ছাত্র সমাজ উপকৃত হবে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম জগদীশ কুমার বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান বৃদ্ধি। জ্ঞানের ভিত্তিতে একটি সমাজ গড়ে উঠবে। ভারতীয় সমাজ পরম্পরাগতভাবে জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমাজ। কিন্তু বিদেশি শিক্ষা প্রণালি চাপিয়ে দেওয়ার দরুন প্রচীন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজ তৈরি করতে যে পরিকল্পনার প্রয়োজন সে অনুয়ায়ী নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়েছে।

বিদ্যা ভারতীর উচ্চ শিক্ষা সংস্থানের সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ কৈলাশ শর্মা বলেন, নতুন শিক্ষানীতি ভারতীয় সমাজের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বিদ্যা ভারতী ভারত কেন্দ্রিক শিক্ষার দাবি তুলে আসছে। আগের শিক্ষানীতিগুলোতেও বুদ্ধিজীবীরা বহু দাবি উত্থাপন করেছিলেন। তবে রাজনৈতিক নানা কারণে সেগুলো কার্যকর হয়নি। বর্তমান সরকার দেশ হিতের জন্য যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে ভারত কেন্দ্রিক শিক্ষা সফল হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

অধ্যাপকের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে পরীক্ষায় পাশ করানোর অভিযোগে বিক্ষোভ শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে পরীক্ষায় পাশ করানোর অভিযোগে শিলিগুড়ি কলেজ গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। শনিবার বিষয়টি নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হবে বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি এই নিয়ে থানায় অভিযোগ জানানো হবে বলেও জানিয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

পরীক্ষায় পাশ করতে চাইলে দিতে হবে দশ হাজার টাকা। ফোনে এক ছাত্রীর কাছ থেকে অধ্যাপকের টাকা চাওয়ার অডিও সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত চেয়ে ওই অধ্যাপকের শাস্তির দাবি করেছেন শিক্ষক মহলের একাংশ। সূত্রের খবর, ওই অডিও দিনকয়েক আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামকের দফতরে পৌঁছেছিল। কিন্তু সেখান থেকে এই ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

বেকারত্ব ও করোনা প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সারা দেশজুড়ে বেড়ে চলা করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী। এই প্রসঙ্গে ফের কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি। রাহুলের দাবি, সরকারের ভ্রান্ত নীতির জন্যই মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। জিডিপির পতন হয়েছে এবং প্রতিদিন লাফিয়ে দেশজুড়ে বাড়ছে করোনা। দেশজুড়ে মানুষ চিন্তান্বিত আর প্রধানমন্ত্রী বলে চলেছেন সব ঠিক আছে।

শনিবার করোনা পরিস্থিতি আর্থিক বিপর্যয় এবং বেকারত্ব নিয়ে এক টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, করোনার বিরুদ্ধে মোদী সরকারের ''সুনিয়জিত লড়াই'' দেশবাসী দুর্ভোগ বাড়িয়েছে। জিডিপির ঐতিহাসিক পতন। ১২ কোটি মানুষের চাকরি গেছে চলে গেছে। ১৫. ৫ লক্ষ কোটি বাড়তি ঋণ। বিশ্বজোড়া সবথেকে বেশি করোনা আক্রান্ত ভারতে। কিন্তু সরকার এবং সংবাদমাধ্যম বলে চলেছে সব ভালো আছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, রাহুল কেন্দ্রের সেই কথাটা নিয়ে রাজনৈতিক আক্রমণ চালিয়েছে যেখানে বলা হয়েছিল যে ভারত করোনার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করে চলেছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের এক ভাষণে বলে ভারতের পরিস্থিতি ভাল রয়েছে।ফলে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই রাহুল গান্ধী এমন ধরনের মন্তব্য করেছেন।

উত্তরপ্রদেশে জেইই মেনসে প্রথম নয়ডার গোকুলনাথ

লখনউ, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি শুক্রবার গভীররাতে প্রকাশ করে জেইই মেনসের ফলাফল। সর্বভারতীয় এই পরীক্ষায় নয়ডার বাসিন্দা এল গোকুলনাথ উত্তর প্রদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। তার প্রাপ্ত শতাংশ হল ৯৯.৯৯। মেয়েদের মধ্যে রাজ্যে প্রথম হয়েছে তাপসী কৌর। তার প্রাপ্ত শতাংশ ৯৯. ৯৩। নয়ডার সেক্টর ১২০ বাসিন্দা গোকুলনাথ জেইই এডভান্স ক্লিয়ার করতে তৎপর। সেই জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আইআইটির বোম্বে ক্যাম্পাস থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায় সে। গোকুলনাথ জানিয়েছে রাতে যখন ফলাফল প্রকাশ হলো এবং নিজের সাফল্য সম্পর্কে সে যখন জানতে পারল তখন গোটা পরিবার আনন্দে মেতে উঠেছিল। বাবা মায়ের মুখে সাফল্যের হাসি দেখে খুশি হয়েছিল গোকুলনাথ। প্রতিদিন আট থেকে দশ ঘণ্টা পড়ত সে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি মাসের ৬ তারিখে মেনস পরীক্ষা আয়োজন করা হয়েছিল। পরীক্ষা আয়োজন নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রাটও তৈরি হয়েছিল।করোনার ভয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল কম এবার।

দেরিতে লকডাউন প্রত্যাহারে ফাঁপড়ে বিভিন্ন বিমান সংস্থা

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রবিবারের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে শনিবারের লকডাউন তুলে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু ফাঁপড়ে পড়েছে বিভিন্ন বিমান সংস্থা।

সূত্রের খবর, কলকাতা থেকে শনিবার উড়ান চলার কথা ছিল বড়জোর ১৪০টি। তার জায়গায় যাতায়াত করবে সাকুল্যে চারটি। এদিন শুধু এয়ার ইন্ডিয়ার হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরুর উড়ান যাতায়াত করবে। বাকি সব উড়ান বাতিল।

রাজ্য প্রথমে জানিয়েছিল, শুক্র এবং শনিবার সার্বিক লকডাউন থাকবে। সেই মতো আগে থেকেই সব উড়ান সংস্থা তাদের উড়ান বাতিল করে। রবিবার ভোর থেকে আবার পরিষেবা চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্য জানিয়ে দেয়, শনিবারের লকডাউন প্রত্যাহার করা হচ্ছে।এরপর উড়ান সংস্থাগুলি তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে রাজি হয়নি। তাদের বক্তব্য, শেষ মুহূর্তে তাদের যাত্রী পেতে সমস্যা হবে। নতুন করে উড়ান-সূচি তৈরিও সম্ভব নয়।

এই পরিস্থিতিতে এদিন কলকাতা থেকে তাদের যাবতীয় উড়ান বাতিল থাকবে বলে জানিয়ে দেয় ইন্ডিগো, স্পাইসজেট, গো এয়ার এবং এয়ার এশিয়া ইন্ডিয়া। শুধু এয়ার ইন্ডিয়া বৃহস্পতিবার রাতেই হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরুর উড়ানের টিকিট বিক্রি শুরু করে। তারা জানিয়েছে, ওই দুই উড়ানের বেশির ভাগ টিকিটই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

উড়ান সংস্থাগুলির দাবি, প্রথমত বৃহস্পতিবার বিকেলের পরে টিকিট বিক্রি শুরু করলে বা নতুন করে উড়ান সূচি বানালে তাদের সদর দফতরের অনুমতি নিতে হত। তাই প্রতিটি উড়ান সংস্থাই জানিয়ে দেয়, শেষ মুহূর্তে উড়ান চালানোর চেয়ে বন্ধ রাখা ভাল। কারণ টিকিট বিক্রি শুরু করে যদি দেখা যেত যে মুষ্টিমেয় যাত্রী হয়েছে, তখন লোকসান সয়েও তাঁদের পৌঁছে দিতে হত গন্তব্যে।

পাম্প থেকে পেট্রোলের বদলে জল, গাড়ি খারাপ সরকারি ইঞ্জিনিয়ারেব

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পাম্প থেকে পেট্রোল ভরার পর বিকল হয়ে গেল গাড়ি। এর পর পেট্রোলের পাইপ খুলতেই দেখা গেল তা থেকে থেকে বের হচ্ছে জল। এই আজব ঘটনায় শনিবার চাঞ্চল্য দেখা দেয় জলপাইগুড়িতে।

জলপাইগুড়ি পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ার যশপ্রকাশ দেবদাস শনিবার দুপুরে পাহারপুর এলাকার একটি পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়িতে পেট্রোল ভরে জরুরি কাজে ডুয়ার্সের দিকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পাম্প থেকে বেরিয়ে ২০০ মিটার পথ যেতে না যেতেই গাড়ি বিকল হয়ে যায় বলে অভিযোগ। তিনি স্থানীয় এক মোটর গ্যারাজে খবর দেন। সেখান থেকে মেকানিক এসে গাড়ির পেট্রোল পাইপ খুলতেই হতভম্ভ হয়ে যান। দেখা যায়, পেট্রোল পাইপ দিয়ে বের হচ্ছে জল।

এরপর তিনি গাড়ি কোনওভাবে গ্যারাজে নিয়ে জমা দেন। সেখান থেকে পাম্পে গেলে তারা তাদের ভুল স্বীকার করে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের আশ্বাসও দেয়।যশপ্রকাশবাবুর অভিযোগ, এই ঘটনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পন্ড হয়ে গেল। তাঁর গাড়ির ক্ষতি হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

এই ঘটনায় পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার বলেন, 'সকালে পাম্প খুলে আমরা প্রতিদিনের মতো আজকেও ট্যাংকের থাকা পেট্রোলের ঘনত্ব পরীক্ষা করেছিলাম। তখন সব ঠিক ছিল। কিন্তু এখন বর্ষাকাল হওয়ায়, কোনওভাবে ট্যাংকে জল ঢুকে গিয়েছে। আমরা বিক্রি বন্ধ রেখে কোম্পানিকে জানিয়েছি। অভিযোগকারীর গাড়ির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি সমপরিমাণ পেট্রোলও দেব বলেই জানিয়েছি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

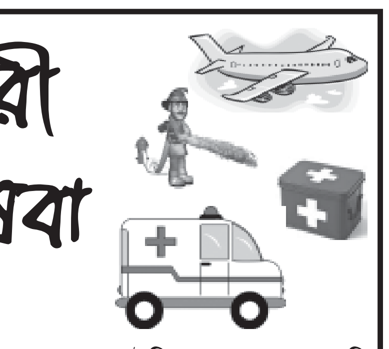

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ভরসা না রেখে অবশেষে থানার দ্বারস্থ হলেন কার্যকর্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক সংগঠনের মধ্যে প্রতিনিয়ত কোথাও-না-কোথাও উচ্চতম কর্তৃপক্ষ এবং নিম্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে বর্তমান সময়ে বাকবিতন্ডা লেগেই রয়েছে। যেটাকে কার্য কর্তারা যতটুক সম্ভব নিজেদের মধ্যে চেপে রাখা চেষ্টা করছে। যকিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ঠিক তেমনি তার একটি বহিঃপ্রকাশ ঘটল গত ২রা সেপ্টেম্বর বিশালগড় মহাকুমা হসপিটাল মূল ফটকের সামনে গাড়ি চালকদের মধ্যে। দুই পক্ষের মধ্যে প্রায় ঘন্টা খানেক সংঘর্ষের ফলে বিশালগড় ভারতীয় মজদুর সংঘের দুজন কার্যকর্তা তিমির দত্ত, এবং রিপন দাস, গুরুতর ভাবে আহত হন এবং তাদের মাথার মধ্যে ২৪টি সেলাই লাগে এবং বর্তমানে তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। উক্ত ঘটনার বিবরণ জানিয়ে বিশালগড় মজদুর সংঘের বিশালগড় শাখার পক্ষ থেকে বিশালগড় থানা ৯ জনের বিরুদ্ধে ৩ তারিখ মামলা করেছিলেন। কিন্তু আজ ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোন অপরাধীকে বিশালগড় থানা গ্রেপ্তার করতে পারেন নি। ভারতীয় মজদুর সংঘের বিশালগড় শাখার পক্ষ থেকে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং সিপাহীজলা জেলা পুলিশ আধিকারিক এর নিকট তারা প্রতিলিপি তুলে দেন। কিন্তু এই অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা তাদের কে কেউ কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদও করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার বিশালগড় ভারতীয় মজদুর সংঘের ৫০০ কার্যকর্তা একজোট হয়ে বিশালগড় জাতীয় সড়ক দখল করে প্রশাসনকে জানান দিতে চাইছেন যে তারা যে অদৃশ্য শক্তির হয়ে অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন সেটা যেন না করেন। আজ ২কিলোমিটার পায়ে হেঁটে মিছিল সংঘটিত করার পর তারা একত্রিত হয়ে বিশালগড় থানায় যায়। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শ্রীকান্ত চক্রবর্তীর নিকট এবং ট্রাফিক ডিএসপি মানষ দেববর্মা নিকট আলোচনায় বসেন। এবং তাদেরকে জানান দিতে চাইছেন অতিসত্বর যদি বিশালগড় মজদুর সংঘের কার্যকর্তা উপর আক্রমণকারীদের গ্রেপ্তার করতে না পারেন। তাহলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলেও জানান। ভারতীয় মজদুর সংঘ সিপাহীজলা জেলার সভাপতি পার্থপ্রতিম কর, এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ বিশালগড় শাখার সেক্রেটারি সজল দেবনাথ। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে অদৃশ্য শক্তির কথা উনারা বলছেন তা নিজেদের সংগঠনের মধ্যে থাকা উর্দতন কর্তৃপক্ষকে এক প্রকার দায়ী করছেন নিম্নস্তরের থাকা এই কার্য কর্তারা। কারণ দলের মধ্যে থেকেই দলের কিছু সংখ্যক লোককে অন্য পথে চলার প্রবনতা দিচ্ছেন।এই সংঘে থাকা ব্যক্তিবর্গরা।তাই এই সিপাহীজলা জেলার ভারতীয় মজদুর সংঘে মধ্যে থাকা কর্তৃপক্ষরা আজ একযোগে বিশালগড় থানা দ্বারস্থ হয়েছেন।কিন্তু আজকে দীর্ঘপথ মিছিল করে বিশালগড় থানায় যারা দ্বারস্থ হয়েছেন কিছুদিন পূর্বে এই কার্যকরতারাই হাতেই বিশালগড় থানা আক্রান্ত হয়েছে বলে মনে করছেন বুদ্ধিজীবি মহল।বিশালগড় মজদুর সংঘের কার্যকর্তা দের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন বিশালগড় প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা বড়বাবুরা এমনটাই মনে করছেন বিশালগড় সঙ্গে কর্মরত থাকা কিছু কার্য কর্তারা।

লরির ধাক্কায় তছনছ টমটম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। সিধাই থানা এলাকার মোহনপুরে একটি লরির ধাক্কায় টমটম ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। টমটম চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহত টমটম চালকের নাম প্রদীপ পাল। তাকে মোহনপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ প্রদীপ পাল নামে এক টমটম চালক বাড়িতে ফিরছিলেন। তখনই একটি দ্রুতগামী এসে টমটম কে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন রা টমটম চালককে উদ্ধার করে মোহনপুর হাসপাতালে নিয়ে। লরির ধাক্কায় টমটম টি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।ঘটনার খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ ব্যাপারে থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত গাড়িটির কোনো সন্ধান পায়নি পুলিশ।

গন্ডাছড়ায় বিক্ষোভ মিছিল বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১২ সেপ্টেম্বর।। বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বেপরোয়া সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ও এডিসির হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান সহ আট দফা দাবীতে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে শনিবার গন্ডাছড়ায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। এদিন সকাল এগারোটায় বিক্ষোভ মিছিলটি গন্ডাছড়া শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে পার্টির গন্ডাছড়া মহকুমা কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক ললিত ত্রিপুরা, পার্টির গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, গনমুক্তি পরিষদের মহকুমা সম্পাদক সুমতি রঞ্জন চাকমা প্রমুখরা। রাজ্য কমিটির সম্পাদক ললিত ত্রিপুরা শাসক দলের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন।

কলকাতায় দু বছর পর আর জলের অভাব থাকবে না : ফিরহাদ

কলকাতা, ১২সেপ্টেম্বর (হি. স.): আগামী দু বছরের মধ্যে শহর কলকাতার জলের সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হবে। শনিবার এমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। ইতিমধ্যেই যে সব জায়গায় জলের সমস্যা ছিল, বিশেষত টালিগঞ্জ ও বেহালা অঞ্চলে সেখানে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বলেও এদিন জানান তিনি।পাশাপাশি রডন স্ট্রিটে একজায়গায় পরিত্যাক্ত জলাভূমিতে সৌন্দর্য্যয়ণ করা হবে বলেও এদিন উল্লেখ করেন ফিরহাদ হাকিম।

শহর কলকাতায় জলের সমস্যা বহুদিনের। উত্তর কলকাতার তুলনায় দক্ষিণ কলকাতায় অনেক কম জল পাওয়া যায় বলেও অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। তবে এবার কলকাতায় জলের সমস্যা আগামী দুই বছরে একেবারেই কমে যাবে বলে জানিয়েছেন পুর প্রশাসক। বরং কলকাতায় যে পরিমান জল রয়েছে তা পুরোটা ব্যবহার করেও শেষ হবে না বলেই দাবি তাঁর। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কলকাতায় এখন ৪৩৩ মিলিয়ন গ্যালন জল লাগে। এত জল লাগার উচিত নয়।কিন্তু কেন এত জলের সমস্যা হচ্ছে, সেটাও ক্ষতিয়ে দেখছে পুরসভা"।

জওয়ান

পাচের পাতার পর

সংগঠন সোচ্চার হয়েছিল। দুদিন আগে শিশু ধর্ষণে জড়িতদের অতি শীঘ্র গ্রেফতার না করলে ডিমা হাসাও জেলার সব রেলস্টেশন অচল করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি নামের উগ্রপন্থী সংগঠন।

কংগ্রেসের

পাচের পাতার পর

জন্য কালা আইন বলে অভিহিত করেছেন। এই সরকার পুঁজিপতিদের নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি করতে চলেছে। যে স্বপ্ন দেখিয়ে মোদী সরকার ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল, তা এখন বিফলে যাচ্ছে। এই অধ্যাদেশগুলি নেতিবাচক প্রভাবে কিষাণ মান্ডি শেষ হয়ে যাবে। শোষণের শিকার হবে কৃষক এবং ক্ষেতমজুর। কিন্তু লাভবান হবে পুঁজিপতিরা।তারা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ফসল কিনে নিতে পারবে।এতে করে দাম নিয়ন্ত্রণের ওপর নিজেদের অধিকার কায়েম রাখবে এইসকল কোম্পানিগুলি।

বাজারে মাংস ক্রয় করতে গিয়ে গণধোলাই খেল এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ সেপ্টেম্বর।। বাজারে শুকরের মাংস ক্রয় করতে গিয়ে আক্রান্ত মাঝবয়সি ঘরজামাই যুবক। ঘটনা চড়িলাম বিধানসভার উপজাতি অধ্যুষিত হেরমা বাজারে। শনিবার ছিল হেরমা বাজার বার। সাপ্তাহিক বাজার শনিবার। প্রতি শনিবারে হেরমা বাজারে প্রচন্ড ভিড় হয়। সমতল এলাকার অনেক মানুষজন ও এই হেড়মা বাজারে শুকরের মাংস ক্রয় করার জন্য যায়। কারণ হেরমা বাজার শুকরের মাংসের জন্য বিখ্যাত। শনিবার দিন বিকাল সাড়ে চার ঘটিকায় দক্ষিণ চড়িলাম এলাকার মাঝবয়সি যুবক শ্যামল পোদ্দার হেরমা বাজারে শুকরের মাংস ক্রয় করতে গিয়েছিলেন। শুকরের মাংস ক্রয় করে মাংসের টাকা দেওয়ার জন্য পকেটে হাত দেয়। পকেট থেকে টাকার সঙ্গে বেরিয়ে আসে বিভিন্ন জাতের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট। টাকার সঙ্গে নেশা জাতীয় ট্যাবলেট শুকরের মাংসের দোকানের সামনে শ্যামল বাবুর পকেট থেকে পড়ে যায় বলে জানায় বাজারের প্রত্যক্ষদর্শীরা। সঙ্গে সঙ্গে বাজারের উপজাতি ব্যবসায়ী ক্রেতা-বিক্রেতা এমনকি উপজাতি মা-বোনেরা পর্যন্ত এলোপাতাড়ি চর লাথি কিল ঘুসি মেরে মাটিতে ফেলে দে শামোল পোদ্দারকে। এক কথায় বাজাইরা কনি খেয়ে একেবারে লাবরা খিচুড়ি হয়ে গিয়েছেন শ্যামল। এমনটাই জানিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা। উপজাতি যুবকরা অভিযোগ করেন এই শ্যামল নাকি উপজাতি এলাকায় নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বিক্রি করেন। উপজাতি যুবসমাজকে উনি ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। আজ হেরমা বাজারে হাতেনাতে ধরতে পেয়ে যে যেভাবে পেরেছেন হাতের চাহিদা মিটিয়ে ছেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা বেগতিক দেখে এক বাঙালি ককবড়ক ভাষা বলে কোনরকমে শ্যামল বাবু কে হে আরমা বাজার থেকে দক্ষিণ চড়িলাম এ শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে আসেন। কোনোক্রমে প্রাণে রক্ষা পায় শ্যামল বাবু। এই ঘটনায় উপজাতি এবং বাঙালি এলাকায় কিছুটা সাময়িকভাবে হলেও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও পরবর্তী সময়ে সবকিছু মিটমাট হয়ে যায়। এতক্ষণে ঘরজামাই শামোল বাবু উপজাতি যুবকদের হাতে প্রসাদ পেয়ে গিয়েছেন। প্রচন্ডভাবে উপজাতি যুবকরা মারধর করেছেন শ্যামল পোদ্দারকে এমনটাই জানিয়েছে বাজারের প্রত্যক্ষদর্শীরা।

রাইমাভ্যালির গন্ডাছড়া ওবিসি মোর্চা মহিলা মোর্চার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১২ সেপ্টেম্বর।। ভারতীয় জনতা পার্টি গন্ডাছড়া মন্ডল কমিটি শনিবার গন্ডাছড়া বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ৪৪ রাইমাভ্যালির গন্ডাছড়া ওবিসি মোর্চা এবং মহিলা মোর্চার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। এদিন ওবিসি মোর্চার ২১ জনের কমিটির সভাপতি নির্মল সরকার এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে যথাক্রমে বিজয় দেবনাথ এবং বিপুল বিশ্বাসের নাম ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া মহিলা মোর্চার ২৩ জনের কমিটির সভানেত্রী বর্ণা দাস মন্ডল এবং সাধারণ সম্পাদিকা হিসাবে যথাক্রমে কনিকা রিয়াং এবং রেখা ত্রিপুরার নাম ঘোষণা করা হয়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির গন্ডাছড়া মন্ডল সভাপতি ভুমিকানন্দ রিয়াং, সহ-সভাপতি আদিত্য সরকার, সম্পাদক সমীর দাস, মহিলা মোর্চার ধলাই জেলা কমিটির অন্যতম নেতৃত্ব সতী চাকমা প্রমুখরা।

নেশা সামগ্রীসহ

● **প্রথম পাতার পর**

রাস্তা পর্যন্ত। হাসপাতালের বাইরে পুলিশ টহল থাকার পরেও কিভাবে এই বানিজ্য চলছে এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। শনিবার পশ্চিম থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক মহিলা ও পুরুষ। মহিলার কাছ থেকে উদ্ধার হয় নেশার ট্যাবলেট। তাদের আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম মহিলা থানায়। জানা গেছে পুলিশি অভিযান আঁচ করতে পেরে বাকীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

কিল্লায়

● **প্রথম পাতার পর**

জেলা হাসপাতালে। গোমতি জেলা হাসপাতাল কর্তব্যরত চিকিৎসকরা অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় জিবিতে রেফার করেন। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে মাঝ বয়সী রনমোহন জমাতিয়া। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগেই রনমোহনের স্ত্রী মারা যান। পরিবারের একমাত্র ছেলে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকেন।

নিজের মেয়েও বাড়িতে থাকে না। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি একাই রয়েছেন বাড়িতে। নির্জনতার সুযোগে শুক্রবার গভীর রাতে অসহায় বৃদ্ধার উপর আক্রমণ চালিয়ে হত্যার চেষ্টা করেন দুষ্কৃতিরা।অসহায় বৃদ্ধার উপর আক্রমনের ঘটনা নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে পুলিশ। খবর লেখা পর্যন্ত এ ঘটনায় কোনো ধরনের মামলা দায়ের হয়নি। ঘটনার সাথে জড়িত দুষ্কৃতীকে জালে তুলার জন্য এলাকা বাসি দাবি জানিয়ে ছেন পুলিশ প্রশাসনের নিকট।ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে কিল্লা থানার ওসি বিশ্বজিত দেব্বর্মা জানান।এলাকায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে করোনায় মৃতদেহ দাহ হোক, দাবি রাহুল সিনহার

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে করোনায় মৃতদেহ দাহ করার সুযোগের দাবি করলেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা।

শনিবার রাহুলবাবু বলেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির দেহ সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে যে ভাবে দাহ করা হল, তা এক অর্থে দৃষ্টান্তমূলক। অন্য ক্ষেত্রে কেন তা হবে না?

রাহুলবাবু সাংবাদিকদের বলেন, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করতে চাই, সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে প্রিয়জনকে দাহ করার সুযোগ এ রাজ্যে কেন পাওয়া যাবে না? উপাচারের সুযোগ কেন মৃতের বাড়ির লোকেরা পাবেন না? বিধি মেনে সব কিছু হলে মৃতদেহ লোপাটের আশঙ্কাও কমবে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারিভাবে করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের যে সংখ্যা দাখিল করা হচ্ছে, তা ঠিক নয় বলে এদিন দাবি করেন রাহুলবাবু। তিনি বলেন, আসল সংখ্যা চাপতে চাপতে যতটা কমানো সম্ভব, তাই হচ্ছে।

চোপড়ায় জতীয় সড়কের ওভারব্রিজের ওপর ফাটল, আতঙ্কে স্থানীয়রা

চোপড়া, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় জাতীয় সড়কের ওভারব্রিজের ওপর গার্ডওয়াল ঘেঁষে ফাটল ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির জেরেই এধরনের সমস্যা বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। যে কোনও মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট জায়গায় গার্ডওয়াল ধসে পড়তে পারে বলে আশঙ্কায় স্থানীয়দের।

তাঁরা বিষয়টি পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের নজরে এনেছেন। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান করণ মার্ডি বলেন, বিষয়টি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হচ্ছে। এর আগেও একবার এধরনের ফাটল ধরেছিল। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের নজরে আনলে সেইবার তারা সংস্কার করেন। এবার ফের অন্যপাশে একই ধরনের ফাটল ধরেছে বলে গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে। বিষয়টি বিডিও ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

রাজ্যে এলেন এআইসিসির সম্পাদক ভুপেন বোরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর।। শনিবার অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ভুপেন বুরা রাজ্যে দুদিনের সফরে আসেন। তিনি রাজ্য সফরে এসে এদিন দুপুরে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে নেতৃত্বদের নিয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠক করেন। বৈঠকের মূল বিষয় হলো আসন্ন এ ডি সি নির্বাচনে দলকে সক্রিয় করে তোলা।

এবং দলের জয় নিশ্চিত করা। তিনি নেতৃত্বদের উদ্দেশ্যে বলেন, জনতার আওয়াজ সামনে নিয়ে আসতে হবে। কারণ রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কোন প্রতিশ্রুতি পালন করে নি সরকার। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি পালন করতে পুরোপুরি ব্যর্থ। যাতে মানুষের আসা কংগ্রেস দলে পুনঃরায় জাগিয়ে তোলা যায় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি এদিন রাজ্যের বর্তমান পরিসিতি নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মণের সাথেও দীর্ঘক্ষণ কথোপকথন করে রাজ্যের বর্তমান পরিসিতি সহ আসন্ন এ ডি সি নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হন তিনি। এদিন বৈঠকে রাজ্য নেতৃত্বদের মধ্যে উপসিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রয়াত সংগীতশিল্পী অনুরাধা পড়োওয়ালের ছেলে আদিত্য

মুম্বাই, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মাত্র ৩৫ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন সংগীতশিল্পী অনুরাধা পড়োওয়ালের ছেলে আদিত্য পড়োওয়াল। তিনি গত কয়েক মাস কিডনির সমস্যা নিয়ে মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শনিবার সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কর্মীদের

● **প্রথম পাতার পর**

থাকা প্রয়োজন। সরকার ছাড়াও ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল। কিন্তু তখন বিজেপি দলের সদস্য সংখ্যা কম ছিল। তাই অতীতকে ভুলে গেলে চলবে না। কারন রাজ্যে বিজেপির অতীত আড়াই বছর নয়।

চাষীদের

● **প্রথম পাতার পর**

পেরেছিলেন। কিন্তু যত সময় গড়াচ্ছে ততো পোকার দল ভয়াবহ রূপ নিয়ে ধান গাছের উপর সন্ত্রাস চালাচ্ছে। সুতরাং আমন ধানের চারা রোপনের সাথে সাথে সকল ধানের চারা খেয়ে ধানের গাছকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে ধান গাছে আগুন দিলে দাউদাউ করে জ্বলছে। কৃষকরা আরো জানান,বরগোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডটি সম্পূর্ণ কৃষি জমির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এবছর ধানের ফসল ঘরে তুলতে পারবেন না তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন ওই এলাকার ৫০-৬০ জন কৃষক। কৃষকরা অভিযোগ করে বলেন, যখন আউশ ধানে বিরল প্রজাতির পোকা তাণ্ডব চালানো শুরু করেছিল তখন স্থানীয় কৃষি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কিন্তু কৃষি দপ্তর থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল ওই পোকা মারা বা তাড়ানোর কোন ধরনের ঔষধ নেই।

এমনকি দীর্ঘ তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও স্থানীয় কৃষি দপ্তরের কোন আধিকারিক এখন পর্যন্ত ২০০-২৫০ খানির জমির ধানের চারা গাছ পোকার দল খেয়ে যাওয়ার পরও ঘটনাস্থলে যাননি। কৃষি দপ্তরের এহেন ভূমিকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন বরগোল এলাকার স্থানীয় কৃষকরা। স্থানীয় কৃষকরা জানান, একদিকে মহামারী করোনাভাইরাসের কারনে দিনমজুর মানুষের বেঁচে থাকা দুষ্কার্য হয়ে পড়েছে অপরদিকে বিরল প্রজাতির পোকার সন্ত্রাসে এবছর ফসল ঘরে তুলতে পারবেননা। সুতরাং সন্তান পরিজনদের নিয়ে অনাহারে থাকতে হবে তাদের। এমনকি ওই এলাকায় সকল কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা রয়েছে।

অতএব রাজ্য সরকার যদি তাদের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন তাহলে হয়তো ওই এলাকার কৃষকরা নিজের পরিবারের মুখে একটু অন্ন তুলে দিতে পারবে। সুতরাং স্থানীয় কৃষকরা নিরুপায় হয়ে রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের জুড়ালো দাবি করছেন। পাশাপাশি জানা গেছে পার্শবর্তী দেশ বাংলাদেশের চট্টগ্রামে বিরল প্রজাতির মাছি দৃশ্য ওই পোকা গুলি কৃষি জমির ধানের গাছ ও ফসল খেয়ে নিয়েছিল। কোথা থেকে কিভাবে বা কি নাম ওই পোকা গুলির তা সকলেরই অজানা।

এদিকে এসকল বিষয় নিয়ে কদমতলা কৃষি মহকুমা আধিকারিক শরদিন্দু নারায়ন দত্তকে জিজ্ঞেস করলে উনি কোন সদুত্তর দেননি। উনি সাফ জানিয়ে দেন উনার উর্দতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ রয়েছে যাতে করে কোনো সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়া না দেন। এক কথায় কদমতলা কৃষি মহাকুমা আধিকারিকদের ভূমিকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন কদমতলা কৃষি এলাকার স্থানীয় কৃষকরা।

প্রতীমা

● **প্রথম পাতার পর**

দায়িত্ব প্রতিপালন করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের জন্য এখনো মর্টালিটি রেইট রয়েছে ০.৯৬ শতাংশ। মৃত্যু কাঙ্ক্ষিত নয়। তাঁর জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সমস্ত কিছু তৈরি করে মৃত্যুকে কমানো হচ্ছে। সমস্ত কাজ করছেন প্রশাসনিক আধিকারীক ও স্বাস্থ্য কর্মী এবং চিকিৎসকেরা। তাদের মনোবল বাড়াতে কাজ করা হচ্ছে।

সই জায়গায় শাসন, প্রশাসন ও স্বাস্থ্য কর্মী এবং চিকিৎসকদের পরিশ্রমকে কিছু সংখ্যক লোক এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তাদের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য একটা মানসিকতা তৈরির চেষ্টা চলছে। তিনি যখন যুক্ত থাকবে তখন সব ঠিক। আর তিনি যখন যুক্ত থাকবেন না তখন সব বেঠিক এই মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। এর তীব্র নিন্দা জানান জিবির রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। শনিবার এজিএমসি-র কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা বলেন তিনি। মানুষ তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তাঁর পরেও চমক দেখানোর চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। বিগত ২৫ বছরের সরকারকে সরাতে রাজ্যের মানুষ আস্থা রেখেছে। এই আস্থাকে ধরে রাখা সরকারের নৈতিক কর্তব্য ও অঙ্গীকার। প্রতিশ্রুতি বদ্ধ বলে জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি আরো বলেন জিবিতে আগস্ট মাস থেকে অক্সিজেনের অভাব রয়েছে বলে প্রচার করা হচ্ছে। যারা এই কথা বলছে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এরা সমাজের ভাল করছে না, রাজ্যকে বিপথগামী করার চেষ্টা করছে বলে জানান তিনি।

রাহুল গান্ধী

আটের পাতার পর

২৪ শতাংশ ঐতিহাসিক জিডিপি হ্রাস। ১২ কোটি চাকরি চলে গিয়েছে। মোদী সরকারকে আক্রমণ করে রাহুল এদিন টুইটারে লেখেন, করোনার বিরুদ্ধে মোদী সরকারের "সুপরিকল্পিত" লড়াই দেশকে অতল গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র

আটের পাতার পর

সীমান্ত বরাবর তল্লাশি চালানোর সময়, সকাল সাতটা নাগাদ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই ব্যাগ থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর পরিমানে আগ্নেয়াস্ত্র। বিএসএফ-এর মতে, বিএসএফ-এর ভয়ে অস্ত্র ফেলে পালিয়েছে অস্ত্র পাচারকারীরা।

প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

আটের পাতার পর

ইন্দ্রলোকের শাহজাদা বাগ এলাকায় অবস্থিত একটি প্লাস্টিকের ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। দ্রুত আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ৯টি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উঠল নিষেধাজ্ঞা, বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে খেলতে পারবেন মেসি

বুয়েনোস আইরেস, ১২ সেপ্টেম্বর(হি.স.): আগামী মাসে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের দলের হয়ে খেলতে পারবেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি। আসলে লাতিন আমেরিকার ফুটবল কনফেডারেশন কনমেবল মেসির উপর দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন, আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ক্লদিও তাপিয়া।

গত কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে সেমি ফাইনালে রেফারি এবং কনমেবলের সমালোচনা করায় নির্বাসিত হন লিওনেল মেসি। এমনকি তৃতীয় স্থান অধিকার করায় মেডেল নিতেও যাননি তিনি। ফলে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা জারি করে কনমেবল। মেসির নির্বাসন শুধুমাত্র প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে কার্যকর হবে বলে জানিয়ে দেয় কনমেবল।

সেই হিসেবে ৮ অক্টোবর বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল মেসির। কিন্তু আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ক্লদিও তাপিয়া মেসির নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল করেন। যেহেতু করোনার কারণে বাছাইপর্বের ম্যাচ পিছিয়ে গিয়েছে তাই সেই নির্বাসনের মেয়াদকাল শেষ হয়ে গিয়েছে। এই যুক্তি তিনি তুলে ধরেন কনমেবল-এর কাছে।

তাপিয়ার যুক্তিতে সাড়া দিয়েছে কনমেবল। তুলে নেওয়া হয়েছে মেসির নিষেধাজ্ঞা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খোদ ক্লদিও তাপিয়া।

আগামী মাসে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ইকুয়েডর এবং বলিভিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে তাই আর কোনও বাধা নেই লিওনেল মেসির। আসলে ২০২০ সালের মার্চ মাসে ম্যাচ দুটি হওয়ার কথা থাকলেও করোনার কারণে তা স্থগিত হয়ে যায়। আগামী মাসে হোম ম্যাচে ইকুয়েডর এবং অ্যাওয়ে ম্যাচে বলিভিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে অভিযান শুরু করবে দু”বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

একক অনুশীলনে ফিরছেন ফুটবলাররা

সুড়ঙ্গের শেষে আলো দেখতে শুরু করেছেন কেউ কেউ। জেগেছে থমকে থাকা লিগ শুরুর সম্ভাবনা। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির একটু উন্নতির মাঝে ইউরোপের কয়েকটি দেশে ফুটবল ক্লাবগুলোর মিলেছে অনুশীলনে ফেরার অনুমতি।

বুন্ডেসলিগার ফুটবলাররা আগে থেকেই অনুশীলন করছেন। অনুশীলন শুরুর সম্ভাবনা দেখে যুক্তরাজ্যের বাইরে থাকা ফুটবলারদের ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল চেলসি।

আপাতত একক অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছেন স্পেনের লা লিগা ও ইতালির সেরি আর ফুটবলাররা।

আগামী বুধবার করোনাভাইরাস পরীক্ষা হতে পারে বার্সেলোনা ও আতলেতিকো মাদ্রিদের মূল দলের ফুটবলারদের। সব ঠিক থাকলে পরীক্ষার ফল পাওয়া সাপেক্ষে শুক্রবার অনুশীলন শুরু করতে পারেন আতলেতিকোর খেলোয়াড়রা।

পরীক্ষার ফল জানার পর ক্লাব ফিজিওর তত্ত্বাবধানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলনে ফিরতে পারেন বার্সেলোনার ফুটবলাররা। এখনও অবশ্য কোনো দিনক্ষণ জানায়নি তারা। স্পেনের সফলতম দল রিয়াল মাদ্রিদ জানিয়েছে, ১১ মে শুরু হতে পারে তাদের অনুশীলন।

অনুশীলনের নির্দেশনা আগেই ক্লাবগুলোকে দিয়েছে লা লিগা কর্তৃপক্ষ। চার ধাপে অনুশীলন চলবে, এতে সময় লাগবে এক মাসের মতো। এই পর্যায় সম্পন্ন হওয়ার পর আবার খেলায় ফিরতে পারেন ফুটবলাররা।

কবে ফুটবল শুরু হবে, এ নিয়ে স্পেন সরকার কিছু বলবে না। দেশটির প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেস জানিয়েছেন, পেশাদার খেলা শুরু হওয়ার সময় নির্ধারণ করবে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন।

ইতালির শীর্ষ লিগের দল সাস্সুয়োলো, রোমা, স্পাল, বোলোনিয়া ও পার্মা আগামী সপ্তাহে অনুশীলন শুরু করার কথা জানিয়েছে।

তারকা ফরোয়ার্ড ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো এখনও ইতালিতে ফেরেননি। লকডাউন শুরুর আগে থেকেই নিজ দেশ পর্তুগালে আছে ইউভেন্তুসের এই ফরোয়ার্ড।

রোনালদোর কারণেই অবসরে গিয়েছিলেন ফার্গুসন

প্যাট্রিস এভরা জানালেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ইউনাইটেডে ফেরাতে না পেরেই নাকি অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনবয়স হয়ে গেছে, পরিবারকে সময় দিতে চান২০১৩ সালে অবসর নিতে গিয়ে এ সবকেই কারণ দেখিয়েছিলেন স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইতিহাসের সবচেয়ে সফল কোচের হঠাৎ অবসরের সিদ্ধান্তে সে সময়ে অবাক হয়েছিলেন অনেকেই।সেই অবাক হওয়াদের দলে ছিলেন প্যাট্রিস এভরাও। ইউনাইটেডের সাবেক ডিফেন্ডার সেই এভরা এবার জানালেন স্যার ফার্গুসনের হঠাৎ অবসরের নেপথ্য কাহিনী। ফরাসি ডিফেন্ডারের মতে ফার্গুসনের হঠাৎ কোচিং ছাড়ার পেছনে সাবেক শিষ্য ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বড় দায় আছে!কীভাবে? রোনালদো তো তখন মাঠ মাতাচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। তিনি কীভাবে অনুঘটক হলেন গুরুর অবসরের সিদ্ধান্তে? এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর দিয়েছেন এভরা।

ইউনাইটেডের দীর্ঘ দিনের সঙ্গী এভরা জানালেন ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার মতো একটি দল গড়তে চেয়েছিলেন ফার্গুসন। সেটি করতে তিনি চেয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে আবারও দলে টানতে। সিআর সেভেন ছাড়াও সে সময়ে টটেনহামে খেলা গ্যারেথ বেলকেও ইউনাইটেডে আনতে চেয়েছিলেন ফার্গুসন। তাঁর বিশ্বাস ছিল এ দুজনকে পেলেই ইউনাইটেড আবার ইউরোপীয়ান পরাশক্তি হয়ে যাবে।

এভরার মতে ওই প্রকল্প ব্যর্থ হওয়াতে দু সপ্তাহের মাথাতেই অবসরের ঘোষণা দিয়ে দেন ফার্গুসন। এভরাকে নাকি এর আগে ফার্গুসন জানিয়েছিলেন খুব শীগগিরই অবসর নেওয়ার কোনো চিন্তাভাবনা নেই তাঁরা।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের ইউটিডি পডকাস্টে সাবেক গুরুকে নিয়ে কথা বলেছেন এভরা। সেখানেই জানালেন নতুন কথাগুলো, ”সে সময়ে সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছিল পরের বছর অবসর নিতে পারেন ফার্গুসন। কিন্তু আমার আমার স্পষ্ট মনে আছে অবসরের দু সপ্তাহে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ””প্যাট্রিস, আমি কখনোই অবসর নেব না। আমি আরও ১০ বছর এখানে থাকব।”””

এরপরই নিজের নতুন স্বপ্নের কথা বলেছিলেন ফার্গুসন, ”তিনি এরপর বললেন, ””আমি ৯৯ ভাগ নিশ্চিত ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও গ্যারেথ বেলকে পাচ্ছি আমরা। আবারও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে এ দুজনকে পেলেই চলবে আমার।

গোল্ডেন বুট ভাগ করে নিতে চান এমবাপে

লিগ ওয়ানের এবারের আসরে দুজনের গোল সংখ্যা সমান, কিন্তু গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছে শুধু কিলিয়ান এমবাপেকে। তাই সমান গোল করা মোনাকোর ফরোয়ার্ড বেন ইয়েদেরের সঙ্গে পুরস্কারটি ভাগাভাগি করে নিতে চান পিএসজি তারকা এমবাপে।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে ফরাসি লিগের ২০১৯-২০ মৌসুম মাঝপথে বাতিল হওয়ার পর চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় পিএসজিকে। এমবাপে ও বেন ইয়েদের করেছেন সমান ১৮ গোল। তবে ওপেন প্লে থেকে এমবাপের গোল বেশি হওয়ায় গত শুক্রবার তাকে পুরস্কারটি দেওয়া হয়। বেন ইয়েদেরের তিনটি গোল ছিল পেনাল্টি থেকে।

অভিনন্দনের জন্য শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান এমবাপে। সেখানেই তার জাতীয় দলের সতীর্থ বেন ইয়েদেরের সঙ্গে পুরস্কার ভাগাভাগি করার ইচ্ছার কথা জানান ফরাসি ফরোয়ার্ড।“আপনাদের সবার বার্তার জন্য ধন্যবাদ। আমার মনে হয়, বেন ইয়েদেরও পুরস্কারটি পাওয়ার যোগ্য। প্রিমিয়ার লিগে গত মৌসুমে যেমন যৌথভাবে গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছিল, আমাদেরও তাই করা উচিত।”গত মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন যৌথভাবে লিভারপুলের দুই ফরোয়ার্ড মোহামেদ সালাহ ও সাদিও মানে এবং আর্সেনালের ফরোয়ার্ড পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। তিন জনেরই গোল ছিল ২২টি করে।

এমবাপের এমন ভাবনার কারণে তাকে ধন্যবাদ জানান বেন ইয়েদের, “ধন্যবাদ ভাই, তোমাকে অভিনন্দন... তুমি চাইলে আমরা অদলবদল করতে পারি।”

গত মৌসুমেও ফরাসি লিগে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন এমবাপে। সেবার তিনি করেছিলেন ৩৩ গোল।

সতীর্থদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন ওয়ার্ন

ক্যারিয়ারে ছিল নানা বিতর্কিত ঘটনা। কিছু বিষয়কে কখনও পাত্তা দেননি শেন ওয়ার্ন। তবে একটি ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল কিংবদন্তি লেগ স্পিনারকে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে দল থেকে বাদ পড়া মেনে নিতে পারেননি তিনি। সতীর্থদের সামনে ভেঙে পড়েছিলেন কান্নায়।

২০০৩ বিশ্বকাপের আগে মাদক পরীক্ষায় ধরা পড়েন ওয়ার্ন। হন এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া ও জিম্বাবুয়েতে হওয়া সেই আসর শুরুর আগেই দেশে ফিরতে হয় তাকে।

যে মাদকের জন্য ওয়ার্ন নিষিদ্ধ হয়েছিলেন, সেটি নাকি ওজন কমানোর জন্য দিয়েছিলেন তার মা। ওয়ার্ন জানান, ধারণাই ছিল না এটার জন্য নিষিদ্ধ হবেন তিনি।

ফক্স ক্রিকেটের একটি আয়োজনে টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি (৭০৮টি) শুনিয়েছেন নিজের সেই দুঃস্মৃতির কথা।

“আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তাই দলকে জানাতেই হতো, যা ছিল খুবই কঠিন। কারণ আমি মাদকবিরোধী, আমি এসব নিতাম না, কখনও ছুঁয়েও দেখিনি।”

“বিশ্বকাপের ঠিক আগ মুহূর্তে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া ছিলতাদের পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটানোয় আমার খুবই খারাপ লেগেছে কারণ, আমরা সবাই ওই বিশ্বকাপ জেতার চেষ্টায় ছিলাম। দলের সামনে আমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। খুবই কষ্টকর ছিল।”

‘মেসি-রোনালদোর সিংহাসনে বসবে এমবাপে-নেইমার’

প্রায় এক যুগ ধরে ফুটবল বিশ্বকে শাসন করা লিওনেল মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো এগিয়ে চলেছেন ক্যারিয়ারের শেষ দিকে। সময়ের দুই সেরা ফুটবলারের রেখে যাওয়া আসনে দুই পিএসজি সতীর্থ নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপেকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস আর্সেন ভেঙ্গারের।

রেকর্ড ছয়বার বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন ৩২ বছর বয়সী মেসি, পাঁচবার ৩৫ বছর বয়সী রোনালদো। আর্সেনালের সাবেক ফরাসি কোচ ভেঙ্গারের মতে, তাদের যুগ প্রায় শেষের দিকে।

টকস্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন ৭০ বছর বয়সী ভেঙ্গার।

“মেসি ও রোনালদোর মত এমন ফুটবলার আমরা দেখিনি, যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে তারা দারুণ সৃজনশীল হতে পারে। তারা এখন ক্যারিয়ারের শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।”

“এখন পরবর্তী প্রজন্মের সময় এবং তারা সম্ভবত ফ্রেঞ্চ। এই মুহূর্তে, এমবাপে এগিয়ে থাকতে পারে এবং অবশ্যই আমরা নেইমারের সম্পর্কে তো জানিই।”

২৮ বছর বয়সী নেইমার পিএসজির আগে দারুণ সফল সময় কাটান বার্সেলোনায়। এরপর প্যারিসে এসেও পেয়েছেন অনেক সাফল্য। পিএসজির গত তিন মৌসুমের সাফল্যে ব্রাজিলিয়ান তারকার পাশাপাশি সমান অবদান আছে ২১ বছর বয়সী এমবাপেরও।

সেরি আ নিয়ে আলোচনার সময়ই হয়নি এখনও: ইতালির ক্রীড়ামন্ত্রী

ইতালির লিগ কর্তৃপক্ষ ও ফেডারেশন বন্ধ থাকা ফুটবল মৌসুম শেষ করার ব্যাপারে আশাবাদী হলেও এখনই সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নয় দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রনালয়। এ বিষয়ে আলোচনা করার মত পরিস্থিতিই এখনও তৈরি হয়নি বলে মনে করেন ক্রীড়ামন্ত্রী ভিনসেঞ্জো স্পাদাফোরা।

সেরি আর ক্লাবগুলোর খেলোয়াড়দের সোমবার থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে দলীয় পর্যায়ে আগামী ১৮ মের আগে অনুশীলন করা যাবে না।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রভাবে অধিকাংশ দেশে ফুটবল স্থগিত রয়েছে। ইতালিয়ান লিগ বন্ধ আছে গত ৯ মার্চ থেকে।

ক্লাব ও লিগ কর্তৃপক্ষ ফুটবল ফেরাতে উঠেপড়ে লাগলেও পরিস্থিতি এখনও আগের মতই আছে বলে মনে করেন ভিনসেঞ্জো।

“চার পাশে আমি অদ্ভুত কিছু ব্যাপার খেয়াল করছি, অথচ কোনোকিছুই বদলায়নি।”

“চ্যাম্পিয়শিপ পুনরায় শুরুর ব্যাপারে আপাতত আমরা আলোচনা করছি না।”

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের একটি ফ্রান্সের লিগ ওয়ান বাতিল করা হয়েছে। মৌসুম বাতিল করার দুদিন পর পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়।

ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোর মধ্যে সবার আগে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করেছে জার্মানির বুন্ডেসলিগা। কর্তৃপক্ষ আগামী শনিবার থেকে লিগ শুরু করতে চাইলেও দেশটির সবরকারের পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তবে আগামী ১৬ অথবা ২৩ মে প্রতিযোগিতাটি শুরু হতে পারে বলে গণমাধ্যমের খবর।

স্পেনেও লা লিগার দলগুলোর অনুশীলনে ফেরার অনুমতি দিয়েছে দেশটির সরকার। মৌসুমের বাকি অংশ শেষ করার ব্যাপারে তারাও আশাবাদী।

করোনাভাইরাস: আক্রান্ত ব্রাইটনের আরেকজন

ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের আরেক ফুটবলারের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। এ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের দলটির তিন জন খেলোয়াড় কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হলেন।নতুন আক্রান্ত ফুটবলারের নাম জানানো হয়নি। গত শনিবার তার পরীক্ষা করানো হয়েছিল; ফল পজিটিভ আসায় আগামী ১৪ দিন সবার থেকে আলাদা থাকতে হবে তাকে। মহামারীর শুরুর দিকে ক্লাবটির দুইজন খেলোয়াড় আক্রান্ত হয়েছিলেন।এতদিন মাঠেই আলাদাভাবে অনুশীলন করে আসছিলেন ব্রাইটনের ফুটবলাররা। নতুন আক্রান্তের খবরের পরও ক্লাব কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে, এভাবে অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারবেন সবাই।গত ১৩ মার্চ থেকে বন্ধ আছে প্রিমিয়ার লিগ। প্রতিটি ক্লাবের এখনও ৯টি করে ম্যাচ বাকি। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে জুনে লিগ মৌসুম চালু করার পরিকল্পনা চলছে।

রিয়ালের লা দেসিমা: ৯৩ মিনিটে রামোসের জাদু

ইতিহাস গড়তে মিনিট দুইয়ের মতো বাকি। লিসবনের স্টেডিয়াম অব লাইটসে চলছিল আতলেতিকো মাদ্রিদ সমর্থকদের গগনবিদারী হুঙ্কার, উৎসবের আয়োজন। মুহূর্তে পাল্টে গেল সব; ডান দিক থেকে লুকা মদ্রিচের কর্নার, দিয়েগো গদিনকে ফাঁকি দিয়ে জায়গা বানিয়ে সের্হিও রামোসের হেড, বল খুঁজে পেল ঠিকানা। ওই গোলেই যেন লেখা হয়ে গিয়েছিল ভাগ্য। অতিরিক্ত সময়ের একপেশে লড়াইয়ে লা দেসিমা জয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

২০১৩-১৪ মৌসুমে যেন উড়ছিল আতলেতিকো। বার্সেলোনা-রিয়ালকে পেছনে ফেলে তুলে ধরেছিল লা লিগা শিরোপা, ১৯৯৫-৯৬ মৌসুমের পর প্রথমবার। অপেক্ষা ছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে ইউরোপ সেরার আসনে বসার।

২৪ মে, ২০১৪-পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের ফাইনালে নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে দারুণ সম্ভাবনাও জাগিয়েছিল তারা। গোলরক্ষক ইকের কাসিয়াসের অমার্জনীয় ভুলে ৩৬তম মিনিটে গোল আদায় করে নেন গদিন। এরপর নিজেদের চিরচেনা ফুটবলে রক্ষণ দুর্গ গড়ে তোলে ১৯৭৩-৭৪ মৌসুমের পর ফাইনালে খেলা দলটি।

৯০ মিনিট পেরিয়ে ম্যাচ গড়ায় যোগ করা সময়ে। পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে কর্নার পায় রিয়াল। এরপরই সেই মদ্রিচ-রামোস জুটির অসাধারণ বোঝাপড়া এবং রিয়ালের পাল্টা হুঙ্কার।

তীরে গিয়ে স্বপ্ন ভাঙার হতাশা যেন পুরোপুরি ঘিরে ধরেছিল দিয়েগো সিমেওনের দলকে। অতিরিক্ত সময়ে কার্লো আনচেলত্তির দলের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি তারা। একে একে জালে বল পাঠান গ্যারেথ বেল, মার্সেলো ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো।

এক যুগের অপেক্ষা শেষে ইউরোপ সেরার মঞ্চে দশম শিরোপা জয়ের উল্লাসে মাতে রিয়াল মাদ্রিদ। রোববার পূর্ণ হলো এর ছয় বছর।

বর্ষপূর্তির দিনে সেদিনের সেই ৯৩তম মিনিটের অভাবনীয় মুহূর্তকে স্মরণ করলেন দুই নায়ক রামোস ও মদ্রিচ। রিয়ালের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকার গর্বিত কণ্ঠে শোনালেন সেই গল্প। রামোসের কাছে সেই রাত এক শব্দে ‘ঐতিহাসিক’।

“ঐতিহাসিক ও জাদুকরী। কারণ, মাদ্রিদ যেন এক জাদুর দুনিয়া, সৌভাগ্যবশত আমরা এর অংশ হতে পেরেছি।”

“লিসবনের কথা স্মরণ করলে প্রথমেই যেটি আমার মনে পড়ে, তা হলো ওই ট্রফি, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। অনেক বছরের লড়াইয়ের পর সেই শিরোপা। প্রথমে ফাইনালটি উপভোগ করা ও পরে শিরোপা জেতা। পরিবার, ত্যাগ-তিতীক্ষা এবং অতগুলো বছরের সব প্রচেষ্টার পর সেই সাফল্য। এটাই ফুটবলের সৌন্দর্য, পুরস্কার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ।”

রিয়ালের আজকের গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া সেদিন ছিলেন আতলেতিকোর প্রহরী। রামোসের স্মৃতিচারণায় ওঠে তার কথাও।

“সত্যি, হেডটা ছিল চমৎকার। গোলপোস্টে ছিল কোর্তোয়া; ঠিক সময়ে লাফিয়ে ওঠা, বল ও লক্ষ্যের মাঝের দুরত্ব বোঝা এবং বাস্তবায়ন-সবকিছুই হয়েছিল নিখুঁত। মদ্রিচের কর্নার ছিল দুর্দান্ত।”

“আমি পেছনের পোস্টে হেড করেছিলাম। ওখানে অনেকে ছিল এবং খুব সহজেই ব্লকড হতে পারতো। গদিন আমাকে মার্ক করছিল, ওখানে বেল, ক্রিস্তিয়ানোও ছিলপোস্টের দিকে ওরা ছুটতে পারতো এবং বল বাধা পেলে কাজে লাগাতে পারতো। ওই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অনেক খেলোয়াড়দের অনেক মুভমেন্ট ছিল। তবে গদিন প্রতিক্রিয়া দেখানোর সময় পায়নি, কারণ আমি ওর সামনে চলে এসেছিলাম। আর ওইটুকুই আমাকে নিজের মতো সামনে এগোতে সাহায্য করেছিল, পেনাল্টি স্পটের কাছে আমি অনেকটা অরক্ষিত ছিলাম। ৯৩তম মিনিটের নিখুঁত হেডে ম্যাচে সমতা, যা আমাদের অতিরিক্ত সময়ে নিয়েছিল।”

দ্বিতীয়ার্ধের অধিকাংশ সময় বল ছিল রিয়ালের দখলে। একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছিল তারা, কিন্তু আতলেতিকোর রক্ষণ প্রাচীর ভাঙতে পারছিল না। সমর্থকদের অনেকেই হয়তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন; তবে রিয়াল শিবিরে বিশ্বাস ছিল। বিশ্বাস ছিল মদ্রিচের। ক্রোয়াট এই মিডফিল্ডার নাকি একরকম নিশ্চিত ছিলেন, গোল আসবেই।

“বিশ্বাস ছিল যে আমরা গোল পাব, আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আমি খুব শান্ত ছিলাম। সের্হিও ভালো জায়গায় ছিল, নিজেকে সে দারুণ পজিশনে নিয়ে আসে এবং যেভাবে সে লাফিয়ে বল জালে পাঠায়, যা ছিল ঐতিহাসিক। অবিশ্বাস্য।”

“ওই মৌসুমে ওইরকম কর্নার আমরা অনেকবার অনুশীলন করেছিলাম।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচেও আমরা অমন গোল করেছিলাম, বায়ার্নের বিপক্ষে এবং লা লিগার কিছু ম্যাচে।

ওই জায়গায় ভালোভাবে বল পাঠানোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা আমি করেছিলাম। এরপর সের্হিও দারুণ ক্ষিপ্রতায় ছুটে গিয়ে নিখুঁতভাবে গোলটি করে।”

সেদিনের ইউরোপ জয়ের পর এক মৌসুম বাদে জিনেদিন জিদানের অধীনে রিয়াল হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য। ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ মৌসুমে শিরোপাটি জিতে প্রথম দল হিসেবে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের রেকর্ড গড়ে তারা। যাদের নামের পাশে এখন রেকর্ড ১৩ বার ইউরোপ সেরা হওয়ার কীর্তি।

‘সেভিয়া ডার্বি’ দিয়ে লা লিগা ফেরার সম্ভাবনা

সরকারের অনুমতি মিলেছে, এবার নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা। দিনক্ষণ চূড়ান্ত না হলেও, আগামী ১১ জুন রিয়াল বেতিস-সেভিয়া ম্যাচ দিয়ে লা লিগা মাঠে ফেরানোর আশা করছেন প্রতিযোগিতাটির প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের তেবাস।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেস গত শনিবার ঘোষণা দেন, আগামী ৮ জুন থেকে লা লিগা ফিরতে পারবে। এবার এলো তেবাসের এই ঘোষণা।

ফেরার দিনে কেবল একটি ম্যাচ হবে। প্রায় তিন মাসের বিরতি শেষে ফুটবল ফেরার দিনে করোনাভাইরাসে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা জানানো হবে বলে রোববার মুভিস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান তেবাস।

“আশা করি, এই তারিখ নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং ফেরার ম্যাচটি সেভিয়া ডার্বি হলে বেশ হবে। ম্যাচটি শুরু হবে স্থানীয় সময় রাত ১০টায়।”

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের ছোবলে গত ১২ মার্চ স্থগিত হয়ে যায় লা লিগা। প্রায় দুই মাসের ঘরবন্দি জীবন শেষে গত ৮ মে থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলনে ফেরা শুরু করে দলগুলো। গত সপ্তাহ থেকে শুরু হয় সর্বোচ্চ ১০জনের গ্রুপ অনুশীলন।

লিগ ফেরানোর পরিকল্পনায় পরবর্তী ধাপ, স্বাভাবিক দলগত অনুশীলন শুরু করা।

“বর্তমানে এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যদি তা করতে পারি, তাহলে প্রতিযোগিতা ফেরানোর বিষয়টি এগিয়ে নিতে পারব। এখন আমাদের লক্ষ্য, আগামী সপ্তাহে প্রথম চার রাউন্ডের সূচি ঘোষণা করার মতো অবস্থায় পৌঁছানো।”

লা লিগায় এখনও ১১ রাউন্ডের খেলা বাকি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা।

কোভিড-১৯ মহামারী মারাত্মকভাবে আঘাত হানা দেশগুলোর একটি স্পেন। এখন পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ৮২ হাজারের বেশি মানুষ, মারা গেছেন ২৮ হাজার ৭৫০ জনের বেশি।

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে জার্মানির বুন্ডেসলিগা মাঠে ফিরেছে সবার আগে। দুই মাসেরও বেশি সময় স্থগিত থাকার পর দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে কঠোর নিয়মের মধ্যে গত ১৬ মে শুরু হয়েছে খেলা।

হেরোইনসহ গ্রেপ্তার শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার

সঙ্গে হেরোইন রাখার দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন এক শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার। দেশটির নেগোম্বো শহরের উত্তরপূর্বে পান্নালা অঞ্চলের স্থানীয় এক ম্যাজিস্ট্রেট তার ১৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

ওই ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গত দুই বছরে তিনি শ্রীলঙ্কার হয়ে কোনো ম্যাচ খেলেননি এবং সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলের বিবেচনাও ছিলেন না। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কায় কারফিউ জারি হওয়ার আগে দেশটির ঘরোয়া ক্রিকেটে অবশ্য খেলেছিলেন তিনি।

গত শনিবার দুই গ্রামের একটু বেশি হেরোইনসহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে সোমবার ইএসপিএনক্রিকনফোকে নিশ্চিত করেন শ্রীলঙ্কা পুলিশের মিডিয়া বিভাগ। রোববার তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। পরে তাকে হাইকোর্টে তোলা হবে।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী অ্যাশলি ডি সিলভা জানান, ওই ক্রিকেটারের গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়টি তারা জেনেছেন সোমবার সকালে। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বুধবার বোর্ডের পরবর্তী সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে ধারণা করা হচ্ছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জাপানে তীব্র ভূমিকম্প, সুনামির সম্ভাবনা নেই

টোকিও, ১২ সেপ্টেম্বর (.হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জাপান। জাপানের সময় অনুযায়ী, শনিবার বেলা ১১.৪৪ মিনিট নাগাদ জোরালো তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জাপানে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.১। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তাছাড়াও সুনামির সতর্কতাও জারি করেনি জাপানের আবহাওয়া দফতর।

জাপানের আবহবিদরা জানিয়েছেন, শনিবার বেলা ১১.৪৪ মিনিট নাগাদ ৬.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জাপানের মিয়াগি প্রিফেকচারে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৪০ কিলোমিটার গভীরে। তীব্র ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।তবে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মানুষজন।

নিম্নমুখী পেট্রোল-ডিজেল, স্বস্তিতে সাধারণ মানুষ

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অনেকটাই সস্তা হল পেট্রোল-ডিজেল। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে শনিবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে পেট্রোল-ডিজেলের দর। মধ্যরাত থেকে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, যথাক্রমে এই চারটি মেট্রো শহরে সস্তা হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেল। নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম কমেছে যথাক্রমে, ০.১৩ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.১৩ পয়সা (কলকাতা), ০.১৩ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম কমেছে ০.১১ পয়সাউ পাশাপাশি উপরোক্ত চারটি মেট্রো সিটিতেই ডিজেলের দাম কমেছে ০.১২ পয়সা করে।

শনিবার নয়াদিল্লি-সহ চারটি মেট্রো সিটিতে পেট্রোলের দাম কমে হয়েছে, ৮১.৮৬ টাকা প্রতি লিটার দিল্লিতে, ০.১৩ পয়সা কমার পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হল ৮৩.৩৬, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম কমে হয়েছে ৮৮.৫১ টাকা এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের নতুন দাম হল, ৮৪.৮৫উ পাশাপাশি চারটি মেট্রো শহরে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম কমে হয়েছে, ৭২.৯৩ (নয়াদিল্লি), ৭৬.৪৩ (কলকাতা), ৭৯.৪৩ (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম কমে হয়েছে ৭৮.২৬ টাকা।

দিল্লিতে প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ড, দমকলের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল দিল্লির ইন্দ্রলোকের শাহজাদা বাগ এলাকায় অবস্থিত একটি প্লাস্টিকের ফ্যাক্টরিতে। শনিবার সকালে বহুতলে অবস্থিত প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। ফ্যাক্টরির ভিতরে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পরে আগুনের লেলিহান শিখা। ফ্যাক্টরি থেকে গলগল করে বেরোতে থাকে ধোঁয়া। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ৯টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দ্রুত প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন।

দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৯.২০ মিনিট নাগাদ

ছয়ের পাতায় দেখুন

সামনে পূজা। তাই এখন চলছে মালা তৈরির কাজ। ছবি-নিজস্ব।

অসমে কোভিড সংক্রমণে নিহত ৪৩০ জন, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩৩৯

গুয়াহাটি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়েছেন ২,৫৩৪ জন। পাশাপাশি শুক্রবার রাত পর্যন্ত কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ১৬ জন। নতুন যোলোজনকে নিয়ে অসমে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৩০-এ। এছাড়া শনাক্তকৃত পজিটিভের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে মোট ১,৩৮,৩৩৯। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে গতকাল রাত পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ২,৬২৮ জনকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড সংক্রমণ থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন মোট ১,০৮,৩২৯ জন। অবশ্য সক্রিয় রয়েছেন ২৯,৫৭৭ জন রোগী। বিভিন্ন হাসতপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

এই তথ্য দিয়ে গতকাল রাতে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও জানান, ২৪ ঘণ্টায় ৩৬,৪১৩ জনের কোভিড টেস্ট হয়েছে। এ থেকে নতুনদের চিহ্নিত করা হয়েছে। টেস্টের তুলনায় পজিটিভের হাহ ৬.৯৬ শতাংশ। মন্ত্রী জানান, নতুন পজিটিভদের মধ্যে বেশি সংখ্যায় শনাক্ত করা হয়েছে কামরূপ মহানগর জেলায়। কামরূপ মহানগরে ৫৮৮ জন, যোরহাটে ১৯৪ জন, ডিব্রুগড়ে ১৭২ এবং ধেমাজি জেলায় ১৫৩ জনকে কোভিট-১৯ সংক্রমণিত বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

এদিকে শোক ব্যক্ত করে নিহতদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রী মৃতদের একটি তালিকাও প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ডিব্রুগড়ের দুজন যথাক্রমে প্রিয়াঙ্কা উপাধ্যায় (২৪) ও দীপালি গগৈ (৬০), কামরূপ মহানগরের চারজন যথাক্রমে তুলসীরাম প্রজাপতি (৫০), এআর জাজোদিয়া (৭৭), কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (৭৫) ও প্রবীণ কুমার (৫৮), নগাঁওয়ের দুজন মহেশকুমার অজিতসরিয়া (৫৪) ও নিকুঞ্জলতা ভুইয়াঁ (৭৫), মরিগাঁওয়ের নুরুল ইসলাম (৮০), লখিমপুরের পরিতোষ সরকার (৫২), শোণিতপুরের গৌতম দেবনাথ (৩২), কাছাড় জেলার বাসন্তীবালা পাল (৭৫), করিমগঞ্জের দুজন যথাক্রমে প্রমোদ দাস (৬২) ও তপু নাথ (২১), শিবসাগরের রাফিদা বেগম (৬৫)।

মোদী সরকারের সুপরিকল্পিত লড়াইয়ে দেশ রসাতলে যাচ্ছে : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসের বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদী সরকারের লড়াইকে তীব্র কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। রাহুলের মতে, করোনার বিরুদ্ধে মোদী সরকারের "সুপরিকল্পিত" লড়াইয়ে দেশ রসাতলে যাচ্ছে। ভারতকে রীতিমতো অতল গহ্বরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ভারতে নিত্যদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা-সংক্রমণ, বাড়ছে মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৭,৫৭০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১,২০১ জনের। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো অবস্থানে রয়েছে ভারত। এ প্রসঙ্গে মোদী সরকার ও মিডিয়াকে একযোগে কটাক্ষ করে রাহুল জানান, বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু। অথচ ভারত সরকার ও মিডিয়া বলছে, "সব কিছু ঠিক আছে।"

জিডিপি হ্রাস, দেশবাসীর কাজ চলে যাওয়া নিয়েও মোদী সরকারকে তুলোধোনা করেছেন রাহুল। শনিবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে রাহুল লেখেন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

৭ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ১,২১৪ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৯৯,৭৭৫

জয়পুর, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭৩৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নতুন করে ৭৩৯ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৯,৭৭৫। শনিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৭৩৯ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

আক্রান্ত ৭৩৯ জনের মধ্যে আজমের-এ ৪৬ জন, আলওয়ারে ৫৯ জন, বরণে ১৬ জন, বারমের-এ ২২ জন, ভরতপুরে ১৮ জন, ভিলওয়ারে ১১ জন, বিকানের-এ ৩৩ জন, বুন্দিতে ১১ জন, চিত্তরগড়ে ১৩ জন, চুরুতে ৯ জন, ঢোলপুরে ৯ জন, দুঙ্গারপুরে ১১ জন, গঙ্গানগরে ১৯ জন, হনুমানগড়ে ১৬ জন, জয়পুরে ১০৩ জন, জালোরে ৭ জন, ঝালাওয়ারে ২০ জন, ঝুনঝুনুতে ১২ জন, যোধপুরে ১০৫ জন, কোটায় ৮৪ জন, নাগাউরে ২৭ জন, পালিতে ২৩ জন, প্রতাপগড়ে ২৬ জন, রাজসমন্দে ১১ জন, সিরোহিতে ১৫ জন এবং উদয়পুরে ১৩ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে সমগ্র রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৩৯ জন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৯,৭৭৫-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮১,৯৭৮ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৬,৫৮৩ এবং নতুন করে ৭ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,২১৪ জনের।

ভারত-পাক সীমান্তে অস্ত্র পাচার রুখে দিল বিএসএফ, উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র

ফিরোজপুর (পঞ্জাব), ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার আবোহারে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অস্ত্র পাচার রুখে দিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। অস্ত্র পাচার রুখে দিয়ে প্রচুর পরিমানে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে বিএসএফ। তার মধ্যে রয়েছে ৬টি ম্যাগাজিন ও ৯১টি গুলি-সহ তিনটি একে-৪৭ রাইফেল, ৪টি ম্যাগাজিন ও ৫৭টি গুলি-সহ দু"টি এম-১৬ রাইফেল এবং ৪টি ম্যাগাজিন ও ২০টি গুলি-সহ দু"টি পিস্তল।

বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে ভারত-পাকিস্তান

ছয়ের পাতায় দেখুন

রবিবার প্রধানমন্ত্রী জাতীর উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন বিহারের তিনটি প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার বিহারের তিনটি পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীর উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন।

প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে পারাদ্বীপ-হলদিয়া-দুর্গাপুর পাইপলাইন প্রকল্পের বর্ধিত অংশের দুর্গাপুর-বাঁকা শাখা এবং দুটি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট। এই প্রকল্পগুলি পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল এবং এইচপিসিএল রূপায়িত করেছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

দুর্গাপুর-বাঁকা শাখার পাইপলাইন প্রকল্পঃ- ইন্ডিয়ান অয়েল ৯৩ কিলোমিটার দীর্ঘ দুর্গাপুর-বাঁকা পাইপলাইন শাখা তৈরি করেছে। এটি পারাদ্বীপ-হলদিয়া-দুর্গাপুর পাইপলাইনের বর্ধিত প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী ২০১৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ৬৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ পারাদ্বীপ-হলদিয়া-দুর্গাপুর এলপিজি পাইপলাইনের বর্ধিত অংশ দুর্গাপুর-বাঁকা শাখা বিহারের বাঁকায় নতুন এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের সঙ্গে যুক্ত হবে। ১৪ ইঞ্চি ব্যাস যুক্ত এই পাইপলাইন পশ্চিমবঙ্গে ৬০ কিলোমিটার, ঝাড়খণ্ডে ৯৮ কিলোমিটার এবং বিহারে ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ। বর্তমানে পারাদ্বীপ তৈল শোধনাগার, হলদিয়া তৈল শোধনাগার এবং আইপিপিএল হলদিয়া থেকে পাইপলাইনের মধ্যে এলপিজি গ্যাস পাঠানো যায়।

এই পুরো প্রকল্পের কাজ শেষ হলে পারাদ্বীপ ইমপোর্ট টার্মিনাল এবং বারাউনি তৈল শোধনাগারে এলপিজি ঢোকানো সম্ভব হবে। দুর্গাপুর-বাঁকা শাখার পাইপলাইন বসানোর সময় বেশ কিছু প্রাকৃতিক এবং মানুষের তৈরি বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। ১৩টি নদী এবং ১৫৪টি জায়গায় সেতুর মাধ্যমে এই পাইপলাইন গেছে। এছাড়াও ৫টি জাতীয় মহাসড়ক এবং ৩টি রেললাইনের নীচ দিয়ে পাইপলাইন বসানো হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অজয় নদের তলায়

১,০৭৭ মিটার দীর্ঘ এলাকায় পাইপলাইন বসাতে হয়েছে। এই পাইপলাইন বসানোর কাজ এমনভাবে করা হয়ে যাতে বাধাহীনভাবে নদীর জল প্রবাহিত হতে পারে।

বিহারের বাঁকায় এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট বিহারে আত্মনির্ভরতা বাড়াতে ইন্ডিয়ান অয়েলের বাঁকা-র এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে রাজ্যে অতিরিক্ত এলপিজি-র চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। এই বটলিং প্ল্যান্টটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ১৩১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। এর ফলে বিহারের ভাগলপুর, বাঁকা, জামুই, আরারিয়া, কিষাণগঞ্জ এবং কাটিহার জেলা, ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা, দেওঘর, দুমকা, সাহেবগঞ্জ এবং পাকুর জেলার এল পি জি গ্যাসের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। এই প্ল্যান্টে ১,৪০০ মেট্রিক টন এলপিজি সঞ্চয় করা যাবে। দৈনিক ৪০, ০০০ সিলিন্ডারে গ্যাস ভরা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

বিহারের চম্পারণের হরসিধিতে এলপিজি প্ল্যান্টঃ- পূর্ব চম্পারণ জেলায় ১৩৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হরসিধিতে এইচপিসিএল ১২০ টিএমটিপিএ বটলিং প্ল্যান্ট তৈরি করেছে। ২৯ একর জমির উপর এই কারখানাটির ২০১৮ সালের ১০ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শীলান্যাস করেছিলেন। বিহারের পূর্ব চম্পারণ, পশ্চিম চম্পারণ, মুজাফফরপুর, সিউয়ান, গোপালগঞ্জ এবং সীতামাড়ি জেলায় এলপিজি গ্যাসের চাহিদা এই বটলিং প্ল্যান্টের থেকে মেটানো হবে।

করোনা পরিস্থিতি এখন জুমিয়াদের ভরসা বাতেমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ সেপ্টেম্বর।। জুমিয়া পরিবারদের জুম চাষ ই শুধু পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কেউ কেউ পাটঠা পেয়ে নিজ জমিতে জুম চাষ করছে আবার কেউ পরের জমিতে জুম চাষ করে শ্রম দিবস পেয়ে সংসার চালাচ্ছে। সে কাজের পাশাপাশি পাহাড় থেকে এক প্রকার বনের মাটির নিচের আলু তথা রিয়াংদের চিরাচরিত নাম বাতেমা সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে আসে। এমনই একটি দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হয়ে আসলো আমাদের তেলিয়ামুড়া মহকুমার ১৮মুড়া এডিসি ভিলেজের ৪৩ মাইল এলাকা থেকে। বর্তমানে চলছে করুনা পরিস্থিতি। আগের মতো কাজ নেই খাদ্য নেই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে। তাইতো পেটের খিদে মেটাতে এবং পরিবারের ভরণ - পোষণ করতে গভীর মাটির নিচের আলু পাহাড় থেকে সংগ্রহ করে বাজারজাত করছে জুমিয়া শ্রমিক জানান পরের জুমে কাজ করি আমরা তাতে যে হাজিরা পাই তা দিয়ে দুমুঠো দুবেলা খাবার কোন ভাবেই সম্ভব হয়না। এছাড়া ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা তো দুরের কথা অন্য কিছু ভাবনা চিন্তার বাইরে আমাদের। যদি সরকার কর্তৃক রেগার কাজ হয় তখন সঠিক সময়ে রেঘার কাজের মজুরি পেতে অনের বেগ পোহাতে হয়। তাই আমরা জুম চাষের পাশাপাশি এই বাতেমা গুলি জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে বাজারজাত করি। শুধু তাই নয় এগুলিকে পরবর্তী সময়ে সেদ্ধ করে বিভিন্ন রকমারি তরকারি তৈরি করে ঘরের খাবারও চলে।

আক্রান্ত প্রাক্তন নৌসেনা অফিসার জামিন মঞ্জুর কমলেশ-সহ ৬ জনের

মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রাক্তন নৌসেনা অফিসার মদন শর্মাকে মারধর করার মামলায় জামিন পেয়ে গেলেন শিবসেনা নেতা কমলেশ কদম এবং আরও ৫ জন অভিযুক্ত। শনিবার মুম্বইয়ের সামতা নগর পুলিশ স্টেশন কমলেশ এবং আরও ৫ জনের জামিন মঞ্জুর করেছে। হোয়্যাটসঅ্যাপে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের কার্টুন ফরোয়ার্ড করেছিলেন প্রাক্তন ওই নৌসেনা অফিসার। সেই 'অপরাধে' ভারতীয় নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার মদন শর্মাকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল শিবসেনার নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনায় শিবসেনা নেতা কমলেশ কদম-সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছিল মুম্বই পুলিশ। কিন্তু, শনিবার "সহজেই" জামিন পেয়ে গেলেন তারা।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ মুম্বইয়ের কান্দিভিলির লোখান্ডওয়ালা কমপ্লেক্সে মারধরের ঘটনাটি ঘটে। মদন শর্মা নামে নৌবাহিনীর ওই অবসরপ্রাপ্ত অফিসার বলেন, 'একটি মেসেজ ফরোয়ার্ড করার জন্য আমায় ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়। তারপর শুক্রবার আট থেকে ১০ জন আমার উপর হামলা চালায় এবং মারধর করে। দেশের জন্য আমি সারাজীবন কাজ করেছি। এরকম সরকার থাকা উচিত নয়।' মদনবাবু দুঃখের সঙ্গে বলেন, "আমাদের দেশে, সকলের বাক স্বাধীনতা রয়েছে এবং যোগাযোগ রাখার ও সংবাদ আদান-প্রদানের একটি মাধ্যম হল হোয়্যাটসঅ্যাপ।"

করাচিতে তিন-তলা বহুতলে আগুনে মৃত ৪ আহত ৭ জন

করাচি, ১২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানের করাচি শহরে তিন-তলা বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন ৪ জন। এছাড়াও আরও ৭ জন আহত হয়েছেন। শনিবার করাচি শহরের হিজরত কলোনিতে অবস্থিত একটি তিন-তলা বহুতলে আগুন লাগে। বিধ্বংসী আগুনে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। দু"জন মহিলা, একটি শিশু-সহ ৫ জনকে বহুতল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। প্রাণে বাঁচতে বহুতল থেকে একজন ঝাঁপ দেন, তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে তৌকির নামে একজন পুলিশ কর্মী রয়েছেন। তাঁর স্ত্রী, দেড় বছরের মেয়ের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, ওই বহুতলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি হোটেল রয়েছে। কিন্তু আগুন লাগে এক-তলার একটি কুশন ফ্যাক্টরিতে। সেখান থেকেই আগুনের সূত্রপাত। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই বহুতলে চারটি পরিবারের ২৪ জন বসবাস করতেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।